দুরন্ত বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 91 Friday, 1 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯১ সংখ্যা ❋ ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০, শুক্রবার, ১ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সত্যমেব জয়তে
भारत सरकार

বিকশিত ভারত
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
মোদী সরকারের গ্যারান্টি

পশ্চিমবঙ্গে ₹ ৭২০০ কোটির অধিক বিভিন্ন প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন ও জাতির প্রতি উৎসর্গীকরণ

জাতির প্রতি উৎসর্গীকরণ

ঝাড়গ্রাম - শালগাঝরি থার্ড রেল লাইন
সণ্ডালিয়া – চাঁপাপুকুর রেল লাইনের ডাবলিং
ডানকুনি – ভট্টনগর – বালটিকুরি রেল লাইনের ডাবলিং

- বেশি সংখ্যক ট্রেন চলাচলের ফলে যাত্রীদের বাড়তি সুবিধা

খড়গপুরে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট

- উপভোক্তাদের নিরবচ্ছিন্ন এল.পি.জি গ্যাস সরবরাহ

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট, কলকাতা-এর
কলকাতা ডক সিস্টেমে কন্টেনার হ্যান্ডলিং-এর
জন্য দুটি বার্থের পুনর্নির্মাণ ও যান্ত্রিকীকরণ

- কলকাতায় বিশ্বমানের কন্টেনার টার্মিনালের সুবিধা।
শিল্পে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং যুবসম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ।

উদ্বোধন

৫১৮ কিমি হলদিয়া-বরৌনি ক্রুড অয়েল পাইপলাইন

- দেশের পূর্ব এবং উত্তর পূর্বের শোধনাগারগুলির দীর্ঘমেয়াদী অপরিশোধিত তেলের প্রয়োজন মিটবে

হাওড়া, বালি এবং কামারহাটি ও বরানগরে ইন্টারসেপশন অ্যান্ড ডাইভার্সন এবং স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ

- জলবাহিত রোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

হলদিয়া অয়েল জেটি এবং
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট, কলকাতার
আউটার টার্মিনালে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন

- বেশি পরিমাণ লিকুইড কার্গো হ্যান্ডলিং-এ সহায়ক উন্নত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট,
কলকাতার হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে
উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেনার কোয়ে ক্রেন-এর প্রচলন

- অত্যাধুনিক, উচ্চগতির এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেনার হ্যান্ডলিং সিস্টেম

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

১ মার্চ, ২০২৪, শুক্রবার । বিকাল ৩টা । আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

DD NEWS ডিডি নিউজ -এ অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

ঝাড়খণ্ড ট্রেন দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ খাড়গের, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি কংগ্রেস সভাপতির

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ঝাড়খণ্ড ট্রেন দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। খাড়গে বৃহস্পতিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ঝাড়খণ্ডের জামতারায় ঘটে যাওয়া ট্রেন দুর্ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। মানুষের প্রাণহানির খবর অত্যন্ত দু ঃখজনক। আমাদের তরফ থেকে মৃতদের পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রেলওয়ের তরফ থেকে এবং সরকারী প্রশাসনের অবিলম্বে ত্রাণ কাজ শুরু করা উচিত, সেইসঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের যথাযথ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে আরও লিখেছেন যে, রেল মন্ত্রকের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দায় নেওয়া উচিত এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত যাতে নিরাপত্তার ত্রুটির জন্য দায়ীরা জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়।

৩ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে এমনই থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি আবার কোথাও ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।৩ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টি ও তুষারপাতের (সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাত) সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি ও তুষারপাত বেশি হবে ২ মার্চ। কাশ্মীরের উঁচু পাহাড় ও জম্মু ডিভিশনের পীর পাঞ্চল রেঞ্জে

কংগ্রেস ছাড়লেন কৌস্তভ বাগচী,লোকসভা ভোটের মুখেই বড় ধাক্কা কংগ্রেসে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রদেশ কংগ্রেসে বড় ধাক্কা। এ বার কংগ্রেস ছাড়লেন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি। তিনি ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গুলাম আহমেদ মীরকেও তিনি এই চিঠি দিয়েছে ।ন্ডই-মেল মারফত তিন পাতার একটি চিঠি কংগ্রেস সভাপতির কাছে পৌঁছে দেন কৌস্তভ। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, কংগ্রেস ছাড়ার কারণও। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, আত্মসম্মান খুইয়ে তিনি কংগ্রেসে থাকতে চান না। তবে তিনি মাথা মুণ্ডন করে যে তৃণমূল সরকারকে বাংলা থেকে উখাত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই অবস্থান থেকে সরছেন না। রাজনীতিতেই যে থাকবেন, সে বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই আইনজীবী। কৌস্তভের কথায়, আমাকে হয়তো এখন অনেকেই দলবিরোধী তকমা দেবেন। কিন্তু আমি বার বার একটা কথা বলে এসেছি, এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের বিষয়টির আমি বিপক্ষে। কংগ্রেসই এখানে নিজেকে তৃণমূলের আউটফিট বলে মনে করছে। শীর্ষ নেতৃত্ব প্রদেশ কংগ্রেসকে কোনও গুরুত্বই দেয় না। তাই আত্মসম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে দলে থাকতে চাই না। এর পরই উসকে দেন বিজেপি যোগের জল্পনা। বলে দেন, দু-একদিন অপেক্ষা করুন। পুরোটা পরিস্কার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এখন একমাত্র শুভেন্দু অধিকারীই পারেন বাংলা থেকে তৃণমূল সরকারকে হঠাতে। অর্থা কৌস্তভের গেরুয়া শিবিরে যোগ যে শুধুই সময়ের অপেক্ষা, তা বলাই বাহুল্য।সম্প্রতি একাধিক ইস্যু নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিল কৌস্তভের। সন্দেশখালি কাণ্ডে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, সেখানে মুখে কুলুপ কংগ্রেসের। যা নিয়ে বিরক্ত তিনি। আবার সম্প্রতি তাঁর বাড়ির এক অনুষ্ঠানে শুভেন্দুকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কৌস্তভ। সেখানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছেন তিনি। এমনটাই খবর রাজনৈতিক মহলে।

ঐতিহাসিক চুক্তিতে জুড়ছে রিলায়েন্স-ডিজনি! বউকেই গুরু দায়িত্ব দিলেন মুকেশ অম্বানি

দুরন্ত বার্তা, ২৯ফেব্রুয়ারিডেস্কঃ রিলায়েন্স আর জিজনির মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি। ভারতে রিলায়েন্সের, ভায়াকম ১৮-এর সঙ্গে একত্রিত হতে চলেছে ওয়াল্ট ডিজনি কর্পোরেশন। তাদের মিডিয়া ব্যবসাকে একীভূত করার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ভায়াকম১৮ মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, এবং ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি। এই চুক্তি অনুযায়ী, এক আদালত-অনুমোদিত ব্যবস্থার মাধ্যমে, ভায়াকম১৮-এর মিডিয়া বিভাগ, স্টার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একত্রিত হবে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, দুই সংস্থা একীভূত হওয়ার ফলে যে নয়া সংস্থা তৈরি হবে, তাতে ১১,৫০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে রিলায়েন্স। যৌথ উদ্যোগের মোট লেনদেনের পরিমাণ হবে ৭০,৩৫২ কোটি টাকা। একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে, এই নয়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রধানত রিলায়েন্স ইন্ডার্ট্রিজ লিমিটেডের হাতেই থাকবে। মুকেশ অম্বানীর সংস্থার হাতে থাকবে ওই সংস্থার ৪৬.৮২ শতাংশের মালিকানা। আর, ডিজনির হাতে থাকবে ৩৬.৮৪ শতাংশের মালিকানা। এই যৌথ উদ্যোগের চেয়ারপার্সন হবেন মুকেশ অম্বানির স্ত্রী নীতা অম্বানি। ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে উদয় শঙ্কর এই যৌথ উদ্যোগের দিকনির্দেশ করবেন। নিয়ন্ত্রক এবং তৃতীয় পক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মিডিয়া সম্পদের দিক থেকে, এই নয়া সংস্থায় কিছু অতিরিক্ত অবদান রাখতে পারে ডিজনি। বিনোদন এবং খেলাধুলার কনটেন্টের বিচারে, এই যৌথ উদ্যোগ ভারতের শীর্ষস্থানীয় টিভি এবং ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কালার্স, স্টারপ্লাস, স্টারগোল্ড এবং স্টার স্পোর্টস, স্পোর্টস১৮-এর মতো চ্যানেলগুলি এই নয়া উদ্যোগের মাধ্যমে এক ছাতার নীচে আসছে। সেই সঙ্গে জিওসিনেমা এবং হটস্টারের মতো দুটি সমৃদ্ধ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এক জায়গায় আসছে। এই নয়া উদ্যোগের দর্শক সংখ্যা শুধু ভারতেই ৭৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয় দর্শকদের সংখ্যাটাও নেহাত কম হবে না।রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ অম্বানি বলেছেন, এটি একটি যুগান্তকারী চুক্তি। ভারতীয় বিনোদন শিল্পে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। সবসময়ই আমরা ডিজনিকে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডিয়া গোষ্ঠী বলে মনে করি। এই যৌথ উদ্যোগ গঠন নিয়ে আমরা অত্যন্ত উত্তেজিত। এর ফলে, সারা দেশে দর্শকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে আমরা অতুলনীয় কনটেন্ট সরবরাহ করতে পারব। রিলায়েন্স গ্রুপের অংশীদার হিসেবে আমরা ডিজনিকে স্বাগত জানাচ্ছি।দ্য ওয়াল্ট ডিজনি সংস্থার সিইও বব ইগার বলেছেন, ভারত হল বিশ্বের সবথেকে বড় উপভোক্তা বাজার। যৌথ উদ্যোগে গঠিত এই সংস্থাকে নিয়ে আমরা উত্তেজিত। ভারতীয় বাজার এবং উপভোক্তাদের সম্পর্কে রিলায়েন্সের গভীর উপলব্ধি রয়েছে। আমরা একসঙ্গে এই দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া সংস্থা তৈরি করব। এই সংস্থার মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের কাছে অনেক অনেক ডিজিটাল পরিষেবা এবং বিনোদন এবং ক্রীড়া সামগ্রীপৌঁছে দিতে পারব। ২০২৪-এর এর শেষ ত্রৈমাসিকে বা ২০২৫-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে এইচুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডোরিতে পিকআপ গাড়ি উল্টে মৃত্যু ১৪ জনের আহত ২০, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

ডিন্ডোরি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডোরি জেলায় পিকআপ গাড়ি উল্টে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৪ জন, ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২০ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডিন্ডোরির বাদঝার ঘাটের কাছে। আহতদের শাহপুরা কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় বুধবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ বাদঝার ঘাটের কাছে একটি পিকআপ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের ও কমপক্ষে ২০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতরা সবাই একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে।ডিন্ডোরি জেলায় ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। দু ঃখপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবও। মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী সাম্পতিয়া উইকে বলেছেন, আমি এখানে সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি...এটি একটি বড় দুর্ঘটনা...আমরা এই শোকের মুহূর্তে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে অবৈধভাবে চলছে গ্যাস রিফিলিং

দক্ষিণ দিনাজপুর,২৯ফেব্রুয়ারিঃ কার্যত প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় অলিগলিতে মুড়ি মু।কির ন্যায় অনিযন্ত্রিত উপায়ে অবৈধভাবে চলছে গ্যাস রিফিলিংয়ের কাজ । পাড়ার মুদির দোকান ও অনেক বসতবাড়িতে অনিয়ন্ত্রীতভাবে গ্যাস ভর্তির কাজ হচ্ছে। এইসব পাড়া বা দোকানের সামনে দিয়ে গেলে গ্যাসের তীব্র গন্ধ সবসময় পাওয়া যায় । তা থেকে যখন তখন ঘটতে পারে মারাত্মক ও ভয়াবহ ঘটনা। তাছাড়া একটি বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্যাস খোলা বাজারে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্যাস ব্যবসায়ী বলেন, ' এই গ্যাসের চাহিদা প্রচুর । আমাদের দোষ দিয়ে লাভ কি, খরিদ্দার চায় তাই আমরা বিক্রি করি। বা।রি গ্যাস শেষ হয়ে গেলে অনেক সময় বুকিং করে পাওয়া যায় না, তখন তারা বাজারের এই খোলা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জানি কাজটা অবৈধ ও মারাত্মক কিন্তু কি করবো পেট চালাতে হবেতো।' প্রসঙ্গত, জেলার সদর শহর বালুরঘাট সহ বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুরের বিভিন্ন পাড়ার দোকান বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় দোকান গুলিতে উঁকি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় গ্যাস ভর্তির কাজ চলছে। এসবকিছুই প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটছে । তবুও তাদের এব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন । এই বিষয়ে এক পরিবেশবিদ ও সাহিত্যিক দিলীপ তালুকদার বলেন, ' ও অবৈধভাবে গ্যাস ভর্তির কাজটা যেমন খুব ঝুঁকির তেমনি এটা বেআইনি কাজও বটে । জানিনা প্রশাসন সব জেনেও চুপ কেন ? অতি স্বত্তর বেআইনি গ্যাস ভর্তির কাজগুলিকে প্রশাসনের বন্ধ করা দরকার। এটাও ঠিক যারা একাজ করছেন তারা শুধুমাত্র পেটের দায়ে করছেন । বাজারের জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য হওয়াতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেকেই, তাই তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় এই কাজ করছেন। আসলে সর্বোপরি সরকারকে অর্থনৈতীক ব্যবস্থা ও দ্রব্যমুল্যের সঠিক ভাবে নিয়ত্রণ করা দরকার।'

রাজীব গান্ধীর নামাঙ্কিত হাসপাতালেই মৃত্যু তাঁর হত্যা মামলায় দোষী সান্থানের মৃত্যু চেন্নাইয়ে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মৃত্যু হল রাজীব গান্ধীর হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত সুথেন্দ্ররাজা টি ওরফে সন্থানের। বুধবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীবের নামাঙ্কিত চেন্নাইয়ের এক সরকারি হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সন্থান শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা ছিলেন। লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর সদস্য ছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।১৯৯১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল সান্থান । রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট যে সাত জনকে মুক্তি দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম সান্থান । ২০ বছরেরও বেশি সময় কারাবাসে থাকার পর তাদের মুক্তি দেওয়া হয় ।রাজীব গান্ধি গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের ডিন ই থেরানিরাজন জানান, বুধবার ভোররাত ৪টের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয় সান্থান । তবে সিপিআর এবং অক্সিজেন দেওয়া হয় । পাশাপাশি ভেন্টিলেটরেও রাখা হয় । তবে চিকিৎসায় কোনও সাড়া দিচ্ছিল না সান্থান । এরপর এদিন সকাল ৭.৫০ মিনিটে সান্থানের মৃত্যু হয় । তার যকৃজনিত সমস্যার চিকিসা চলছিল । সান্থানের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে । তার দেহ শ্রীলঙ্কায় পাঠানোর আইনি ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ।ন্ড২০২২ সালে মুক্তি পাওয়ার পর সান্থানকে তিরুচিরাপল্লিতে একটি বিশেষ ক্যাম্পে রাখা হয় । তবে যকৃজনিত সমস্যায় ভুগছিল সে । ২৭ জানুয়ারি যকৃত বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, জানিয়েছেন ডিন ।

কাটমানি পায়নি বলে তৃণমূল নেতা অভিযোগ মেনে নিয়েছে খোঁচা বিজেপির, শুরু তরজা

মালদাতনুজ জৈন২৯ফেব্রুয়ারীঃ আবারো সামনে এলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা। নিয়মিত সেন্টারে আসেন না অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।রাঁধুনীকে দিয়েই চলছে সেন্টার।পাশাপাশি সপ্তাহে একবার কিংবা মাসে একবার শিশু এবং প্রসূতিদের পাতে দেওয়া হচ্ছে ডিম।দীর্ঘ দিন ধরেই খাবারে বেনিয়ম হচ্ছে এই কেন্দ্রে।নিয়ম মেনে তালিকা অনুযায়ী দেওয়া হয় না খাবার।অনেক দিন দেওয়া হচ্ছে শুধু শুকনো ভাত। যেদিন ডিম বা সবজি দেওয়া হচ্ছে তা নিম্নমানের।খোলা আকাশের নিচেই চলছে সেন্টার।এদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। বিজেপির অভিযোগ এর জন্য দায় রাজ্য সরকারের।আর তৃণমূলের নেতা কাটমানি পায়নি বলেই নিম্নমানের খাবারের অভিযোগ মেনে নিচ্ছে। বুধবার ফের নিম্নমানের খাবার দিতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোঘরিয়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কার্যত বেহাল দশায় ধুকছে। ওই কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দুলালী খাতুন। ওই সেন্টারে নেই কোনো ভবন। খোলা আকাশের নিচেই চলে সেন্টার। সাথে অভিভাবকদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে নিয়ম মেনে দেওয়া হচ্ছে না খাবার। সপ্তাহে কিংবা মাসে একবার করে দেওয়া হচ্ছে ডিম। অঙ্গনওযা়ড়ি কর্মীর কেন্দ্রে আসেন না বুধবার দুপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। অন্যদিকে দুলালী খাতুন ক্যামেরার সামনে কোন মন্তব্য করতে চাননি। যদিও সিডিপিও আব্দুল সাত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ নিম্নমানের খাবার দেওয়ার কথা মেনে নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে আশ্বাস দিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদ সদস্য রবিউল ইসলাম। কিন্তু এই ঘটনায় শাসক দলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। জেলা বিজেপি সাংগঠনিক কমিটির সদস্য রূপেশ আগারওয়ালের অভিযোগ জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নিজেই মেনে নিচ্ছেন নিম্নমানের খাবার দেওয়ার কথা।এর দায় রাজ্য সরকারের।উনি নিশ্চয় কাটমানি পাননি বলে তাই অভিযোগ করছেন।

আরও জোরদার ভারত-মরিশাস বন্ধুত্ব, একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মোদী ও জুগনাউথ

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃমরিশাস বরাবরই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জুগনাউথ যৌথভাবে, মরিশাসের আগালগিয়া দ্বীপপুঞ্জে এয়ারস্ট্রিপ উদ্বোধন করেছেন। পাশাপাশি মরিশাসে ৬টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, মরিশাসের সেন্ট জেমস জেটিরও উদ্বোধন করেছেন মোদী ও জুগনাউথ।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, গত ৬ মাসে এটি আমাদের মধ্যে পঞ্চম বৈঠক। ভারত এবং মরিশাসের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত, শক্তিঃশালী এবং অনন্য অংশীদারিত্বের এটাই প্রমাণ। গ্লোবাল সাউথের সদস্য হওয়ায় আমাদের অগ্রাধিকারগুলি সাধারণ। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মরিশাস আমাদের প্রতিবেশী সর্বাগ্রে নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মরিশাস আমাদের ভিশন সাগর-এর অধীনে আমাদের বিশেষ অংশীদার। গ্লোবাল সাউথের সদস্য হিসাবে, আমাদের অভিন্ন অগ্রাধিকার রয়েছে। মরিশাসই প্রথম দেশ হবে যারা আমাদের জন ঔষধি উদ্যোগে যোগ দেবে। এর মাধ্যমে মরিশাসের মানুষ ভারতে তৈরি উন্নত মানের জেনেরিক ওষুধের সুবিধা পাবেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৭৯ ডলার প্রতি ব্যারেল। তবে তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বৃহস্পতিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা ডিজেল ৯৪.২৪ প্রতি লিটারে উপলব্ধ।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১৪ বা ০. ১৭ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.৫৪ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইঃটারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.০৯ ডলার বা ০.১১ শতাংশ কমে ৭৮.৪৫

ভোটের আগে কোন জেলায় কত কোম্পানি বাহিনী?জানিয়ে দিল কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃরাজ্যের ৩৫ টি পুলিশ জেলাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের আগে দুই পর্বে মোতায়েন করা হবে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম পর্বে ১ মার্চের মধ্যে রাজ্যে আসছে ১০০ কোম্পানি বাহিনী। দ্বিতীয় পর্বে ৭ মার্চের মধ্যে আসছে আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী।এই ১৫০ কোম্পানি বাহিনী দুই পর্বে ৭ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সব প্রান্তে মোতায়েন হবে। এই বাহিনীর কাজ এলাকায় টহলদারি এবং রুট মার্চ চালানো। পুলিশের নোডাল অফিসার এবং কমিশনের (Election Commission) শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোট ঘোষণার পর আরও বাহিনী আসবে।দার্জিলিংয়ে প্রথম পর্বে ৩ কোম্পানি, দ্বিতীয় পর্বে ২ কোম্পানি, শিলিগুড়িতে দুই পর্বে এক এক করে দুই কোম্পানি, কালিংপংয়েও এক এক করে দুই কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। দুই পর্ব মিলিয়ে কোচবিহারে ৫ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ারে ৩ কোম্পানি, জলপাইগুড়িতে ৪ কোম্পানি, ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ৩ কোম্পানি, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ৪ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হিংসা দেখেছে মালদহ-মুর্শিদাবাদ। এবার মালদহে আগেভাগে ৭ কোম্পানি এবং মুর্শিদাবাদে আগেভাগে ৮ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে। নদিয়াতেও মোতায়েন হচ্ছে ৮ কোম্পানি বাহিনী। হাও।া জেলায় সব মিলিয়ে ৯ কোম্পানি, হুগলি জেলায় ৯ কোম্পানি এবং কলকাতা পুলিশ জেলায় ১০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। গোটা উত্তর ২৪ পরগনায় ২১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সঃ দশখালি যে পুলিশ জেলায় প।ে, সেই বসিরহাট পুলিশ জেলায় মাত্র ৩ কোম্পানি বাহিনী আগে থেকে মোতায়েন করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আপাতত মোতায়েন হচ্ছে ৯ কোম্পানি বাহিনী। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম পুলিশ জেলায় মোতায়েন হচ্ছে ৪ কোম্পানি করে বাহিনী। ঝা।গ্রামে মোতায়েন হচ্ছে ৩ কোম্পানি। দুই বর্ধমান মিলিয়ে ১১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

মোরারজি দেশাইকে শ্রদ্ধা নিবেদন সাংসদদের, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লোকসভার সাংসদরা। বৃহস্পতিবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে এদিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে সাংসদরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।সংসদের সেন্ট্রাল হলে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-কে এদিন স্মরণ করা হয়। ওঁনার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সংসদরা, লোকসভার মহাসচিব উপল কুমার সিং এবং রাজ্যসভার মহাসচিব পি সি মোদীও শ্রদ্ধা জানান। সকলেই দেশাইকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

বেকসুর খালাস কুখ্যাত জঙ্গি 'ডঃ বম্ব' আব্দুল করিম তুন্দা

জয়পুর, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেল লস্কর-ই-তৈবার এক জঙ্গি। রাজস্থানের এক বিশেষ আদালত প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিয়েছে আব্দুল করিম তুন্দাকে। ১৯৯৩ সালে ট্রেনে ধারাবাহিক বোমা হামলায় অভিযুক্ত ছিল তুন্দা। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এক বছর পূর্তিতে ১৯৯৩ সালে ওই বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। কিন্তু সেই মামলাতেই প্রমাণের অভাবে ছাড় পেলেন তুন্দা। যদিও এই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আমিনুদ্দিন এবং ইরফান নামের দুই জঙ্গিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু ছাড়া পেলেন তুন্দা। মুম্বই বিস্ফোরণের পরই কোটা, কানপুর, সেকেন্দ্রাবাদ এবং সুরতে ট্রেনে বোমা হামলা হয় ১৯৯৩ সালে। এই ঘটনা আলোড়ন ফেলেছিল গোটা দেশে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া এই বোমা মামলা একত্রিত করে শুনানি হচ্ছিল। টেরোরিস্ট অ্যান্ড ডিসরাপ্টিভ অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্টে তুন্দার বয়স এখন ৮০। তিনি বর্তমানে যাবজ্জীবন জেলের সাজায় রয়েছেন ১৯৯৬ সালের বোমা বিস্ফোরণ মামলায়। এ ছাড়াও একাধিক বোমা মামলায় অভিযুক্ত তিনি। তুন্দা কুখ্যাত গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমেরও ঘনিষ্ঠ। তবে বোমা বানাতে বিশেষ মুন্সিয়ানা রয়েছে তাঁর। সে জন্যই জঙ্গিমহলে মিস্টার বম্ব হিসাবে পরিচিত তিনি। মামলা চলছিল। এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই তদন্তের দায়িত্বে ছিল। কিন্তু বিশেষ আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেতে পারে বলে সূত্রের খবর। ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের বনবাসা থেকে তুন্দাকে গ্রেফতার করা হয়। ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছ থেকে ধরা হয়েছিল তাঁকে। চার বছর পর ১৯৯৬ সালের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয় তুন্দার।

পার্টিতে বচসা, কলেজ পড়ুয়াকে খুন করে মাটিতে পুঁতল চার বন্ধু

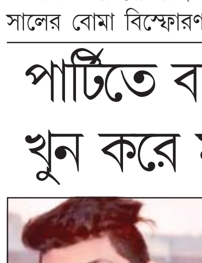

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ নিখোঁজ কলেজ ছাত্রের খোঁজে নেমে হাড়হিম করা তথ্য পেল পুলিশ। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ নয়। পার্টি করতে গিয়ে বন্ধুদের হাতে খুন হয়েছেন ওই কলেজ ছাত্র। খুনের পর তাঁর দেহ পুঁতে দেওয়া হয় জমিতে। সেই দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই কলেজ ছাত্রকে খুনে অভিযুক্ত চার যুবকের মধ্যে তিন জনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি এক জনকেও শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কলেজ পড়ুয়ার নাম যশ মিত্তাল। তিনি নয়ডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ নিয়ে পড়াশোনা করতেন। তাঁর বাবা এক জন ব্যবসায়ী। দিন কয়েক আগে থেকেই নিখোঁজ ছিল যশ। দিন কয়েক পর তাঁর বাবার কাছে ফোন আসে মুক্তিপণ চেয়ে। ৬ কোটি টাকা দাবি করা হয়। তখন বিষয়টি পুলিশকে জানান যশের বাবা দীপক মিত্তল। এর পর বিভিন্ন মোবাইল ফোনের সূত্র এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেই কল রেকর্ডের সূত্র ধরেই রাচিত নামে যশের এক বন্ধুর খোঁজ পায় পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে রাচিত, শিবম, সুশান্ত, শুভমের সঙ্গে প্রায়শই ঘুরতে যেতেন যশ। ঘটনা নিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি পার্টি করার জন্য যশকে উত্তর প্রদেশের আমরোহাতে ডেকেছিল। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে সেখানে গিয়েছিলেন যশ। কিন্তু পার্টির মধ্যেই বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ হয় যশের। তখনই যশকে তাঁর বন্ধুরা খুন করে। এর পর দেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। রাচিতকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে গিয়ে যশের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর বাবা-মা। রাচিতের পাশাপাশি শিবপ এবং সুশান্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু শুভম নামের অপর এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে, তিন জেলাকে নিয়ে বৈঠকে কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর ভোটের প্রস্তুতি যে শুরু হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার থেকেই তা স্পষ্ট। ভোট কবে, তা এখনও স্পষ্ট না হলেও হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। বুধবার এই নিয়েই নির্বাচনী বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিফ আফতাব। দুই পরগনা সহ উত্তর কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতা নিয়েও বৈঠক করেন তিনি। ১ মার্চ রাজ্যে আসছে ১০০ কোম্পানি বাহিনী। ৭ মার্চ আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী আসার কথা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদে৪শঃ১৭ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই

বৃষভ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌঃদর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি হবে।

মিথুন রাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। আপনার ভ্রমণ হবে।

কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান

সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযগে করে থাকেন

কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন

তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে

ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ

মকর রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।

কুম্ভ রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

মীন রাশিঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার যা

চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 91 Friday, 1 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯১ সংখ্যা ❋ ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০, শুক্রবার, ১ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেল লস্কর-ই-তৈবার এক জঙ্গি। রাজস্থানের এক বিশেষ আদালত প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিয়েছে আব্দুল করিম তুন্দাকে। ...বিস্তারিত পাতা ২

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ঝলসে গিয়েছেন ৩ জন। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। এই ঘটনায় আরও ২ জন আহত হয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ের স্টল থেকে চা কিনে খাচ্ছেন খোদ বিল গেটস! তাঁকে কেউ ডাকেন জনি ডেপ। কেউ ভালবেসে নাগপুরের জ্যাক স্প্যারো। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আল নাসেরের পরবর্তী ম্যাচে রোনাল্ডোকে খেলতে দেখা যাবে না। আর্থিক জরিমানা সহ এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আজ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার (১ মার্চ) দুদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন। শুক্রবার ঝাড়খন্ডের সিন্দ্রি থেকে ধানবাদ হয়ে হেলিকপ্টারে তিনি হুগলির আরামবাগে পৌঁছাবেন। সেখানে রেল, বন্দর, তেল পাইপলাইন, এলপিজি সরবরাহ, জল শোধন সহ মোট ৭২০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে ২,৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৫১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়ান অয়েলের হলদিয়া-বারাউনি অশোধিত তেল পাইপলাইনের উদ্বোধন অন্যতম। এই পাইপলাইনটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে যাবে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বারাউনি, বঙ্গাইগাঁও এবং গুয়াহাটি শোধনাগারে অশোধিত তেল সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২,৬৮০ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, ঝাড়গ্রাম- সালগাঝারি (৯০ কিমি)-র মধ্যে সংযোগকারী তৃতীয় রেললাইন, ডানকুনি-ভট্টনগর-বাল্টিকুরিতে (৯ কিমি) ডবল রেললাইন, সন্ডালিয়া-চাঁপাপুকুর (২৪ কিমি) ডবল রেললাইনের সূচনা। খড়গপুরের বিদ্যাসাগর শিল্প পার্কে ইন্ডিয়ান অয়েলের ১২০ টিএমপিপিএ ধারণ ক্ষমতার এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট হতে চলেছে। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১৪.৫ লক্ষ গ্রাহককে এলপিজি সরবরাহ করা হবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জল শোধনের সঙ্গে যুক্ত তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরে আরামবাগে এক রাজনৈতিক জনসভাতেও বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠান শেষে হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। কাল কলকাতা রাজভবনেই রাত্রিবাস করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। পরের দিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। কৃষ্ণনগরের সভা শেষে হেলিকপ্টারে পানাগড় বিমানবন্দর গিয়ে সেখান থেকেই বিহারের গয়ার উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

গ্রেফতার শেখ শাহজাহান

৫৫ দিন পর বাগে 'সন্দেশখালির বাঘ', ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে গ্রেফতার হল সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। গত ৫ জানুয়ারি থেকেই বাংলার সবচেয়ে আলোচ্য নাম ছিল শাহজাহান। এহেন শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বহু নেতাকে ধরলেও অধরা ছিল 'সন্দেশখালির বাঘ'। তা নিয়ে সম্প্রতি আবার নিজের যুক্তি খাড়া করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার আদালত এরই মাঝে পর্যবেক্ষণ করে, পুলিশ শাহজাহানকে ধরতেই পারে। এই আবহে দীর্ঘ ৫৫ দিন পর শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, তৃণমূল নেতাকে মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন। তবে মেজাজে এখনও যেন তিনি 'রাজা'। আজ বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয় সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে। আদালতে ঢোকার সময় সাংবাদিরা শেখ শাহজাহানকে অনেক প্রশ্ন করেন। জবাবে শুধুমাত্র আঙুল তুলে না-সূচক ভাবে নাড়াতে থাকেন শেখ শাহজাহান। তাঁর চোখে-মুখে সেই সময় ক্ষোভ স্পষ্ট। এদিকে ধৃত নেতার পিছনে পিছনে আদালতে প্রবেশ করেন পুলিশকর্মীরা। উল্লেখ্য, ইডির ওপর হামলার মামলায় গ্রেফতার করা হয় শেখ শাহজাহানকে। এহেন পরিস্থিতিতে শাহজাহানকে ১৪ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে চান সরকারপক্ষের আইনজীবী। এদিকে রাজ্য পুলিশের তরফে শাহজাহানকে 'প্রভাবশালী' তকমা দেওয়া হয়। এই আবহে শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠায় আদালত। আজ আদালতে শাহজাহানকে ধবধবে সাদা পোশাক পরে হাজির হতে দেখা যায়। তাঁর পায়ে ছিল স্নিকার্স। এদিকে তাঁকে নিয়ে আসা

পুলিশকর্মীরা ছিলেন তাঁর 'পিছনে'। মুখে কিছু না বললেও শাহজাহান যেন আঙুল নেড়ে আজ দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যা। তবে আপাতত পুলিশি হেফাজতেই থাকতে হবে শাহজাহানকে। তাঁকে জেরা করে এই মামলার তদন্ত করবে পুলিশ। উল্লেখ্য, বিগত ৫ জানুয়ারি থেকে শাহজাহানের খোঁজ চলছিল। তবে এতদিন তিনি অধরা ছিলেন। এরই মাঝে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে শাহজাহান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। এই আবহে এখন রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় সন্দেশখালি। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে শাহজাহানের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। সেখানে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। কয়েকদিন পরই সন্দেশখালিতে শাহজাহান, তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবু, উত্তমদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হয়। সেই শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে সন্ত্রাসের রাজ চালানোর অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মারধর, হুমকি, অত্যাচার, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনায় সরাসরি যুক্ত ছিল শাহজাহান বাহিনী। পরবর্তীতে উত্তম এবং শিবুকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অজিত মাইতিকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে শাহজাহান এতদিন অধরা ছিল। এরপর গতকাল গভীর রাতে গ্রেফতার হন শাহজাহান। এরপর আজ সকালে বসিরহাট আদালতের লকআপেই শাহজাহানকে রাখা হয়েছিল বলে জানা যায়। এই আবহে বসিরহাট মহকুমা আদালতকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় আজ। আদালতে ঢোকা-বেরনোর প্রায় সব প্রবেশদ্বারে ব্যারিকেড বসানো হয়। এদিকে শাহজাহানের গ্রেফতারির পরই সন্দেশখালিতেও বেড়েছে পুলিশের নিরাপত্তা। একাধিক জায়গায় জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের প্রতি তাঁর কোনও সমবেদনা নেই। জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। তিনি সরাসরি শাহজাহানের নাম না করলেও ইঙ্গিতটা যে সন্দেশখালির 'বাঘের' দিকেই ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই আইনজীবী মহলের। তারইমধ্যে শাহজাহানের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যেও একাধিক মন্তব্য করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। শাহজাহানের আইনজীবীকে প্রাথমিকভাবে দেখেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলে ওঠেন, তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে আগামী ১০ বছর শাহজাহানের আইনজীবীকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে। শাহজাহানের (শাহজাহান নাম করেননি, মক্কেল বলেন) অনেক কাজ করতে হবে আইনজীবীকে। সেজন্য চার-পাঁচজন জুনিয়র আইনজীবীকেও তাঁর সঙ্গে রাখতে হবে জানান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এদিন মিনাখাঁ থানায় শাহজহনকে জেরা করা হয়। সেইসময় ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় নিজের দোষ কবুল করে নিয়েছেন সন্দেশখালির 'বাঘ'। সেটার ভিত্তিতেই তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ঝাড়গ্রাম থেকে মমতার হুঁশিয়ারি

'গরিবদের বাড়ি তৈরি করে না দিলে কী করি দেখে নেবেন'

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ আজ, বৃহস্পতিবার জঙ্গলমহল সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা ভূমিকায় দেখা গেল। কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন তিনি। সেখানে দেখা যায় রণংদেহী মেজাজ। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার সঙ্গে পা মিলিয়ে আদিবাসী নাচ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার সভার ফাঁকে বাজালেন মাদল। এই তিন ভূমিকায় দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর এখান থেকেই বিজেপি নেতাদের তুলোধনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''নির্বাচন এলে দিল্লির বাবুরা আসে। দিল্লির বাবুরা বাংলাকে ভালবাসে না। বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করেন।'' এদিকে আজও আমজনতার মাঝে মিশে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা দেখা গিয়েছে বারবার। আজ, বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে অন্য মেজাজে দেখা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে সঙ্গে নিয়ে পা মেলালেন নাচের ছন্দে। আবার অনুষ্ঠান থেকে বিজেপিকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি গ্যাসের দাম থেকে শুরু করে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি নাগরিকত্বের বিষয় নিয়েও বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ঝাড়গ্রামের জন্য অনেক কাজ হয়েছে। আর্চারিতে খুব ভাল করেছে। আমার বিশ্বাস একদিন তারা অলিম্পিক জয় করবে। আদিবাসী উন্নয়ন দফতর নতুন করে তৈরি করেছি। ঝাড়গ্রাম, কালিম্পংয়ে আরও দু'টো নতুন আদিবাসী ভবন হবে। আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না। আইন করা হয়েছে। কিছু বিএলআরও দুষ্টুমি করেছে। কোনও অভিযোগ থাকলে, আমাদের জানাবেন।'' অন্যদিকে প্রশাসনিক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার একাধিক বাসিন্দাকে জলকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার কথা জানান। ওই সভা থেকেই একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এপ্রিল মাসের মধ্যে গরিবদের বাড়ি তৈরি করে না দিলে কী করি দেখে নেবেন।'' অর্থাৎ বড় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জঙ্গলমহলে ইন্দ্রনীল সেনকে পর্যটন সার্কিট করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সারি এবং সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি না দিলে বড় আন্দোলন করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীরে ৪৮ হাজার ৬৭৩ জন ফরেস্ট পাট্টা

দেওয়া হয়েছে। বিডিওদের অনুরোধ করব, প্রত্যেক এলাকায় যান। উন্নয়নমূলক কাজ করুন।'' এছাড়া সভা মঞ্চেই ভিন্ন মেজাজে ধরা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার সঙ্গে আদিবাসী নাচের ছন্দে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চে দাঁড়িয়েই মাদলও বাজান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এমনভাবে পেয়ে খুশি সকলেই। তবে তাঁর আক্রমণ, ''এবার আবার যদি ওরা জিতে যায় গ্যাসের দাম ১৫০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা করে দেবে। আবার সেই ঘুঁটে দিতে হবে। আমাদের বাংলাকে ওরা ভালবাসে না। ওরা আদিবাসীদের ভালবাসে না। আধার কার্ড কেন কেড়ে নেওয়া হল? আধার কার্ড কেড়ে নেওয়া হলে আমরা পাল্টা দেব। আমরা কারও কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। নির্বাচন এলেই এরা বলে সিএএ করবে। বিজেপি হয়ে থাকতে হবে। এগুলি সব ছলনা মনে রাখবেন। খুনোখুনি আর নয়, অনেক রক্ত ঝরেছে। এবার উন্নয়ন করতে হবে। একসময় ঝাড়গ্রামে রক্ত ঝরত। আমি তখন পথে পথে ঘুরতাম। আর যেন রক্ত না ঝরে।''

গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলল শাহজাহানকে, গ্রেফতার হতেই কী 'শাস্তি' দিল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির 'বাঘ' খাচাবন্দি হতেই পদক্ষেপ করল তৃণমূল কংগ্রেস। দল থেকে সাসপেন্ড করা হল শেখ শাহজাহানকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে বসে এ কথা ঘোষণা করলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, ব্রাত্য বসু, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা। আগামী ৬ বছরের জন্য তৃণমূলের থেকে সাসপেন্ড করা হল শেখ শাহজাহানকে। ডেরেকের বক্তব্য, ''দুই ধরনের দল থাকে। এক ধরনের রাজনৈতিক দল থেকে যারা শুধু মুখেই বলে যায়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যা বলে তা করে দেখায়। এটা আমরা এই প্রথমবার নয়। অতীতেও করেছি।'' শুধু দল থেকে বহিস্কার করাই নয়, এর পাশাপাশি অন্যান্য যে পদে শাহজাহান রয়েছেন, সেগুলির বিষয়েও শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা রয়েছে তৃণমূলের। ব্রাত্য বসু এদিন বলেন, ''যে সরকারি পদ যে সামান্য অবশিষ্ট পড়ে রয়েছে, সেটার বিষয়েও কী পদক্ষেপ হবে, তা খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেব। বুঝতেই পারছেন, পদক্ষেপ কোন দিকে যেতে চলেছে।'' একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সি কেন এতদিন তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি সারদা কর্তাকে সুদীপ্ত সেনকেও যে এই রাজ্য পুলিশই গ্রেফতার করেছিল, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন ব্রাত্য। কলকাতায় বসে যখন তৃণমূল নেতারা এই সাংবাদিক বৈঠক করে শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে দলের কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখনই জেলা থেকে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসে। জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাহজাহানকে। প্রসঙ্গত, ইডির উপর হামলার ঘটনার পর থেকেই মৎস্য কর্মধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী নিজে। এবার গ্রেফতারির পর পাকাপাকিকে কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল শেখ শাহজাহানকে।

৫০ কোটির মালিক কে? সব দোষ অর্পিতার ঘাড়ে চাপালেন পার্থ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হিসেবে আদালতে দাবি করেছিল কেন্দ্রয় তদন্তকারী সংস্থা। মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানিতে আদালতে পার্থর আইনজীবীর দাবি করেছিলেন, অর্পিতা পার্থর বান্ধবী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কাকা-ভাইঝির মতো সম্পর্ক ছিল! ২০২২ সালের জুলাইয়ে অর্পিতার টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কারও। এবার সেই সব সম্পত্তির দায় অর্পিতার ঘাড়েই ঠেলে দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে পার্থর আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, পার্থ চট্টোপাধ্যায় কখনই অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেননি। একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় অর্পিতার থেকে যা উদ্ধার করা হয়েছে তা পার্থর। এটা শুধুমাত্র পার্থকে ফাঁসানোর জন্য করা হয়েছে। যে টাকা ও সোনার গয়না পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গে পার্থর কোনও সম্পর্ক নেই। সবকিছুর মালিক অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। যে কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে অর্পিতর সঙ্গে পার্থর নাম জড়ানো হয়েছ, তাও অসত্য। একই সঙ্গে আদালতে পার্থর আইনজীবী আরও

বলেন, ''অপা কোম্পানি, ৩১টি এলআইসি পলিসিতে নমিনি, অর্পিতার দত্তক সন্তান নিতে স্বীকৃতি, শিক্ষা দফতরের একটি ডায়েরি, শিক্ষা দফতরের একটি খাম এবং অর্পিতাকে চিনি একথা লেখা একটি চিঠি- এগুলো ছাড়া অর কিছু উদ্ধার হয়নি তদন্তে। যেহেতু পার্থর বিরুদ্ধে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এই মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হোক।'' পাল্টা হিসেবে তদন্তকারী সংস্থা ইডির দাবি, অর্পিতা প্রথম থেকেই জানিয়েছিলেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশেই তাঁর দুটি ফ্ল্যাটে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছিল। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই। ১৯ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর নাকতলার বাড়ি থেকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যয়কে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এরপরই পার্থ ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার। আলমারি থেকে খাটের তলা, রাশি রাশি ৫০০ টাকার নোটের তাড়া দেখে বাংলা তো বটেই সারা দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ইডির আইনজীবী ফিরোজি এডুলজি আদালতকে বলেন, ''পার্থ অর্পিতাকে অপরাধ করার জন্য ব্যবহার করেছিল। তাদের সম্পর্ক কী তা আমরা জানি না, তবে নথিগুলি থেকে স্পষ্ট যৌথভাবেই ওরা অপরাধ করেছিল।''

'বাংলায় আবার আইন-শৃঙ্খলার সূর্যোদয় হবে', শাহজাহান গ্রেফতারের পর বোসের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে শেখ শাহজাহান। সন্দেশখালি থেকেই ধরা পড়েছে সেখানকার 'বাঘ'। আর শাহজাহানের গ্রেফতারিতে খুশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ দিন মুম্বই থেকে ফিরে তিনি বলেন, ''প্রত্যেকের জন্য এটা একটা শিক্ষা।'' শাহজাহানের গ্রেফতারি নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন রাজ্যপাল। এ দিন মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, ''আমি বলেছিলাম প্রত্যেক সুরঙ্গের শেষে আলো অপেক্ষা করে। এটাই হল গণতন্ত্র। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এটা প্রত্যেকের জন্যই একটা শিক্ষা। আশা করি বাংলায় আবার আইন-শৃঙ্খলার সূর্যোদয় হবে।'' প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের সোমবারই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শাহজাহান ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাহজাহানকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন তিনি। যদি গ্রেফতার না করা যায়, তবে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে কারণ দর্শানোর কড়া নির্দেশও দেন তিনি। এদিন বসিরহাটের মিনাখাঁ থেকে শাহজাহানের গ্রেফতারির পর সাংবাদিক বৈঠক করেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ। তিনি বলেন, ''সংবাদ মাধ্যমে লাগাতার বলা হয়েছে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না। আমি স্পষ্টত বলতে চাই এটা ভুল, অপপ্রচার। আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। দিন দুয়েক আগে যখন আদালত বলে গ্রেফতারির উপর কোনও বিধি নিষেধ নেই, তারপর জোর কদমে আমরা তল্লাশি চালাই।'' জানা গিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতেই মিনাঁখার বামনপুকুর বাজার এলাকার খ্রিস্টানপাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় শেখ শাহজাহানকে। আজ তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিকের দিনক্ষণ ঘোষণা ব্রাত্য বসুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল। এদিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানান, আগামী বছর ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে ১৮ মার্চ। এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার পরীক্ষা ভালভাবেই মিটেছে। এবার ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সদ্য মা হয়েছেন এমন ৬ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। একইসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার ৪ পরীক্ষার্থী দুর্ঘটনা বা অন্য কারণে মারা গিয়েছে। ২ জন মুর্শিদাবাদের, ১ জন পূর্ব বর্ধমান ও ১ জন আলিপুরদুয়ারের পরীক্ষার্থী। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মেটাল ডিক্টেটর ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর ব্যবহার করেছে সংসদ। তবে তারপরও ৪১ জনকে ধরা হয়েছে। ব্রাত্য বলেন, ''যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে, খুব সাবধানে সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রশাসন তদন্ত চালাচ্ছে। দোষীদের চিহ্নিত করতে গিয়ে যেন একটাও হিউম্যান এরর না থাকে, সেটা দেখা হচ্ছে।''

শাহজাহানের ডেরায় মিষ্টি বিলি করলেন শুভেন্দু, 'এখানে এলে ছাল চামড়া তুলে নেবে বলেছিল!'

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির ফেরার তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে বুধবার দুপুরে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে বড় দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। টুইটে বিরোধী দলনেতা লিখেছিলেন, মঙ্গলবার মাঝরাতেই শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়ে ফেলেছে পুলিশ। তাকে হেফাজতে নেওয়ার ক্ষেত্রে মিডলম্যান তথা মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করেছেন এক প্রভাবশালী। বিলাসে রাখা নিয়ে দর কষাকষি চলছে। বৃহস্পতিবার সাত সকালে জেলা পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে শাহজাহানকে গ্রেফতারের খবর জানানো হয়। অনেকেরই মতে, শুভেন্দুর খবর সঠিক ছিল। এদিন রাজকীয়ভাবে কোর্ট রুমে শাহজাহানের প্রবেশের পর শুভেন্দুর ওই দাবি আরও

জোরাল হয়েছে। আবার অনেকের মতে, সবটাই কাকতালীয়। এমন আবহে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মেনে আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। ততক্ষণে শাহজাহানের গ্রেফতারির খবর সামনে আসতেই সন্দেশখালির গ্রামে গ্রামে উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা। সরবেড়িয়া, যেখানকার মার্কেটের নামই শেখ শাহজাহান, সেই মার্কেটের সামনে গাড়ি থেকে নেমে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে সাধারণ মানুষকে খাওয়াতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে। নিজেও মিষ্টি খান। মিষ্টি বিলি প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার কৌতূক, ''একা খেতে নেই, সবাইকে দিয়ে খেতে হয়!'' শাহজাহানের নাম উল্লেখ না করে শুভেন্দু বলেন, ''আমাকে কেউ একজন বলেছিল, এখানে এলে নাকি আমার ছাল আর চামড়া তুলে নেবে, আমাকে বান্ডিল করে কাঁথি পাঠিয়ে দেবে। ওই জন্য আমি সরবেড়িয়ায় এসে মিষ্টি খাচ্ছি!'' এদিন সড়বেড়িয়া বাজারের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বলেন, ''চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। ন্যায়ের জন্য লড়াই চলবে।'' পরে শাহজাহানের গ্রেফতারের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''এটা গ্রেফতার নয়, মিউচ্যুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট। মোবাইল ফোন পাবে, বিলাসবহুলভাবে থাকবে- এই শর্তেই রফা হয়েছে।''

এডিজি সাউথ বেঙ্গলের একটা প্রশ্নেই নতুন করে প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ ৫৫ দিন পার। শেখ শাহজাহান গ্রেফতারের পরেও রয়ে গেল দ্বন্দ্ব। ইডি বনাম রাজ্য পুলিশের চাপানউতর। শাহজাহান গ্রেফতারের পর এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার বলেন, ''শাহজাহানকে ইডি গ্রেফতার করতে পারতো। ৮ ফেব্রুয়ারির পর যে মামলাগুলো দায়ের হয়েছিল, সেখানে শেখ শাহাজাহানের নাম এসেছে, সেগুলো ২-৩ বছর আগের ঘটনা। তার ভিত্তিতে অভিযোগ। কিন্তু তাতে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে সময় লেগে যায়। কিন্তু সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছিল, ৫ জানুয়ারি, সেই মামলার তদন্তে আমাদের ওপর কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। তাই আমরা তদন্ত করতে পারেনি। কিন্তু ইডি-র ওপর কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ইডি কেন গ্রেফতার করল না?'' পুলিশকর্তার এই প্রশ্নেই আপাতত যত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। পাল্টা ইডি র অভিযোগ, নিজেদের দায় এড়াতেই এইরকম মন্তব্য। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইডি আক্রান্ত, সেই মামলায় শাহজাহানকে গ্রেফতারের দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের। রেশন মামলা-সহ আরও একটি মামলায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইডি সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, সেই মামলায় শাহজাহানকে হেফাজতে চাইবে ইডি। কিন্তু মারধর, খুনের চেষ্টা বা জমি দখলের মত অভিযোগের তদন্ত করার কাজ রাজ্য পুলিশের। সূত্রের খবর এক্ষেত্রে ইডি-র বক্তব্য, ৫ জানুয়ারির পর অনেক সময় পেয়েছিল, রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে। সেই সময় গ্রেফতার না করে অনেক পরে কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ হাতিয়ার করে নিজেদের অপদার্থতা আড়াল করছে রাজ্য পুলিশ, এমনই অভিযোগ ইডি-র। ৫৫ দিন পর গ্রেফতার হয়েছেন শেখ শাহজাহান। তাঁর গ্রেফতারি ধরন নিয়েই উঠে গিয়েছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বিরোধীরাই। এবার তারওপর পুলিশ-ইডি চাপানউতোর।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০

সন্দেশখালি ষড়যন্ত্র কি?

সন্দেশখালির ঘটনা কি রাষ্ট্রীয় ষড়্যন্ত্র তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে ইডি ওপরে হামলা হয়েছে এবং সন্দেশখালিতে যেসব ঘটনা প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ চিন্তিত। রাজ্য সরকারও বলতে গেলে বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। কারণ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ভার থাকে রাজ্যের ওপরে। এদিকে সন্দেশখালিকে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র কিনা তার নিয়ে বিজেপি দলের মধ্যে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের বেশ কিছু নেতা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে সন্দেশখালির ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের চোরা কারবারিদের সঙ্গে যোগ ছিল। নাহলে সব কিছু কেন গোপনে করা হতো। এত গোপন রাখার কারণটা কি তা নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে। মহিলারা পর্যন্ত ক্ষিপ্ত বলা যেত পারে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাননি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে পরোপুরি দায়িত্ব দিয়েছেন সন্দেশখালির ঘটনায় অভিযুক্তদের খুঁজের বের করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শেখ সাজাহান এখনও ধরা পড়েনি। তিনি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তার সব দলের লোকেরা পুলিশের কাছে ধরা দিলেও তার কোনও টিকি পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আদালাত বারবার সাজাহানকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলছে। পুলিশকে পর্যন্ত আদালত বলছে তাকে গ্রে ফতার করে নিয়ে আসতে। ভাঙর এলাকা বরবরাই অশান্ত ছিল। কোনও কালেই ভাঙর শান্ত ছিল না। তার ওপরে ভাঙর এলোকায় এখন বহুতল বাড়ি হতে শুরু করেছে। জমির দাম অগ্নিমূল্য। যে ভাঙড়ে কেউই যেতে চাইতো না এখন সেই ভাঙড়ের ধনীরা বসবাস করে। ভাঙড় দখল থাকলে মালঞ্চ দখল হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলের নেতারা ভাঙড়কে আরও উত্তেজিত করতে শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত হয়ে যেভাবে উত্তেজনা পূর্ণ বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সত্যিকারের বলতে গেলে ভাঙড় এখন রাজনীতির সন্ত্রাসের এলাকা বলে পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কিছুই করবে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে বিজেপি দলের বহু নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে মাবামারি করে শেষ হয়ে যাক। সেখান হাত দেওয়ার কোনও দরকার নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার ভেঙে পড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য নেই বলতে গেলে চলে। শিল্প বাংলা এখন অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন তোলাবাজি চলছে সর্বত্র। বাংলার দিকে কেন্দ্রীয় সরকার ফিরে তাকানোর সময় পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। বিজেপি দলের নেতারা বাংলার ব্যাপরে মাথা ঘমাতে রাজি হচ্ছেন না। বাংলা যখন অক্সিজেন নিতে পারবে না এবং প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হবে তখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন হলে হস্তক্ষেপ করবে। বিজেপি দলও বাংলার গদির ওপরে নজর দিচ্ছে না। যতদিন পাড়বে বাংলা নিজেদের মধ্যে লুটপাট করে বেঁচে থাকতে হবে। সরকারি চাকরি নেই বলতে গেলে চলে। সর্বত্র চলছে কাটমানি। বাংলার বাঙালিরা এখন নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মারা যাক সেটাই বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় দেখতে চান। বাংলার ওপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। যে রাজ্যর শিক্ষা ব্যবস্থা এক সময়ে উজ্জ্বল ভাবে তালিকার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করতো সেই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে এবং তা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এখন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসা কেন সম্ভব হচ্ছে না সেটা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটা পদক্ষেপে টাকা ছাড়া কাজ হচ্ছে না। উদার বাংলা আজকে কি তাহলে কাটমানি বাংলায় পরিণত হয়েছে? কারা সঠিক পথে বাংলাকে পরিচালিত করতে পারবে এবং বাংলাকে দিশা দেখাতে পারবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। নয়া বাংলা না গড়তে পারড়ে বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেভাবে গ্রামাঞ্চলে এবং মফসলে বা আধা শহরাঞ্চল রাজনৈতিক সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিনে বাংলা আকাশে অশনি সঙ্কেত দেখা দিতে বেশি দিন আর লাগবে না। তার জন্য কি তাহলে সবাই অপেক্ষা করছে? কাকে বলে অশনি সঙ্কেত দেখতে?

কর্পোরেট মন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট

কর্পোরেট জগতে ব্র্যান্ডিং কথাটির খুব প্রচলন আছে। অর্থাৎ কোম্পানি, সেটির পণ্য বা পরিষেবা এবং অবশ্যই সংস্থার কর্ণধার সম্পর্কে জনমনে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। নরেন্দ্র মোদির সরকার পরিচালনায় এই কর্পোরেট মন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর সব প্রকল্পের যেমন আকর্ষণীয় নাম আছে, তেমনই মনমোহনী কথা বলায় নরেন্দ্র মোদির জুড়ি মেলা ভার। যেমন ইদানিং বলছেন, দেশে তিনটি জাত নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি ভাবিত-দরিদ্র, যুবা, মহিলা এবং অন্নদাতা বা কৃষক। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার প্রশ্ন ওঠে না। যেমন, 'গরিবী হঠাও' ডাক দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই দারিদ্র দূরীকরণে তাঁর সরকারের হয়ে ঢাক বাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্তমান সরকারের দারিদ্র দূরীকরণে একটি প্রকল্পের নাম কিষান সম্মান নিধি যোজনা। এই প্রকল্পে দরিদ্র কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় তিন কিস্তিতে। প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রী কম্পিউটারে বোতাম টিপে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেন। এই প্রকল্প তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কৃষক ভাই-বোনের প্রতি কর্তব্য সাধনের দাবি করতেই পারেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ৎ বদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়।

অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

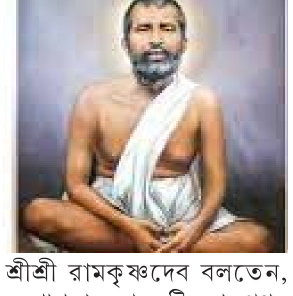

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন, লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। শিক্ষার মধ্যে জীবন শক্তি রয়েছে। বাংলার শক্তি সাধনার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা নিয়ে গোটা বিশ্ব জয় করা যেতে পারে। সেই শক্তি হচ্ছে অন্তর শক্তি। মনন শক্তি হচ্ছে সাধনার শক্তি। সেই সাধনা শক্তিকে লাভ করতে হবে, জাগ্রত করতে হবে।

'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস'-এর দিনে বিজ্ঞানের জয় যাত্রাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান চর্চার শপথ পাঠ

রবীন্দ্র কুমার শীল

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হলো সারা দেশ জুড়ে। ভারতের এবারে সায়েন্স কংগ্রেস হয়নি। বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এখন জাতীয় বিজ্ঞান দিসব পালন করা হচ্ছে। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করছে বাংলার বাসিন্দারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এসেছিল জতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করতে। তর ফলে সায়েন্স সিটিতে সাড়ম্বরে পালিত হল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। সিভি রমণের 'রমণ প্রভাবকে স্মরণ করে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ২৮ ফেব্রুয়ারি স্যার সিভি রমণ তাঁর 'রমণ এফেক্ট' আবিস্কার করেছিলেন। ১৯৩০ সালে রমণ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ভারতের বিজ্ঞান চর্চায় তাঁরা আগে কেউই আর নোবেল পাননি। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সিভি রমণ। ১৯৮৬ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন ভারত সরকারকে ২৮ ফেব্রয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। এনসিএসটিসি প্রস্তাবের পিছন কারণ ছিল ভারতীয়দের বিজ্ঞান চিন্তায় প্রভাবিত করা। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটানো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রসারের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি 'বিশ্বপরিচয়' নামে একটি অদারাণ বিজ্ঞান বই রচনা করেছিলেন। এই বইটি রচনার করার ভার দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে। পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বইটি লিখে প্রকাশ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের ওপরে আসক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বিজ্ঞান সেবক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানকে ভালোবাসতেন। সেই কারণে তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত'কে সম্পাদক করে 'তত্তবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকায় অধিকাংশ লেখাই বিজ্ঞান বিষয়ক ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও পর্যন্ত এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা দেখভাল করতেন। আসলে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি যে 'চরিত কথা' রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। গ্যালিলিও থেকে শুরু করে কোপরানিকাস এবং আইজ্যাক নিউটন কেউ বাদ যাননি। প্রায় সব বিখ্যাত বিজ্ঞানরা বিদ্যাসাগরের জীবন চরিতে স্থান পেয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত তো বাংলার বিজ্ঞান শব্দ তৈরি করেছিলেন। তখন বিজ্ঞানের অধিকাংশ বই ইংরেজিতে। বাংলায় কোনও বিজ্ঞানের বই ছিল না। এমনকী ভূগোলের বই বাংলায় ছিল না। বিজ্ঞান ও ভুগোল বাংলায় রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন বাংলার মুক্তি হবে বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞান চর্চা যত বেশি বৃদ্ধি লাভ করতে ততই বাংলার মুখ উজ্জ্বল হবে এবং সমাজের কুসংস্কারগুলো ক্রমশ দূর হতে থাকবে। ভগিনী নিবেদিতা এসেছিলেন আয়ারল্যাণ্ড থেকে। তিনি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য। নিবেদিতা তখন বাগবজারে একটি মহিলাদের স্কুল খুলে ছিলেন। সেখানে মেয়েদের ইংরজি শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপরে ভগিনী নিবেদিতা ক্রমশ ঘুরতে শুরু করলেন। এক সময়ে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের হাত ধরে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি বেলুড় মঠ ত্যাগ করে আচার্য জগদীশ বোসের সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায়। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার একটি কথা বলতেন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসরা না ঘটলে মানুষের জীবনের মান উন্নত হবে না। সেই কারণে তিনি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান সাধক ছিলেন। তিনি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল সংস্থা নির্মাণ করেন। স্বদেশি বিজ্ঞান চিন্তাকে প্রসারিত করতে তিনি বহু চেষ্টা করে গিয়েছেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য অর্জন করেছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস। তিনি বেতার অবিস্কার করলে তাঁর আগে মার্কনি বেতার আবিস্কার করে ফেলে। ফলে জগদীশ চন্দ্র বোস নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলেন। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি প্রযুক্তি বিদ্যাকে রাখা হয়েছে। উন্নত ভারত গড়তে গেলে দেশিয় প্র্যুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

নাহলে দেশ সমানের দিকে এগোতে পারবে না বলে বিশ্বাস করে বিজ্ঞান মহল। ভারত এখন মহাকাশ বিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রাভিযান করেছে ভারত। সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য সেখানে যান পাঠিয়েছিল। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। পরমাণু বিজ্ঞানেও ভারত দ্রুত প্রসারিত লাভ করতে শুরু করছে। ভাবা অ্যাটোমিক সেন্টার থেক পরমাণু গবেষণা বৃদ্ধি লাভ করেছে। সামরিক বিজ্ঞানে ভারত আগে থেকে বেশি এগিয়ে গিয়েছে। সব অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার। রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে এখন অত্যান্ত আধুনিক মানের রাইফেল তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সেনাদের জন্য। ভারতের সীমান্ত এলাকায় যে সব সেনারা নজরদারি ভূমিকা পালন করছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ভারতের তৈরি আধুনিক অস্ত্র। ভারত এখন যুদ্ধ জাহাজ থেকে শুরু করে বোমারু বিমান তৈরি করার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা। বোমারু বিমান তৈরি করার কারখানা। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎদাপনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিন এ ব্যাপারে বেশ এগিয়ে রয়েছে। চিনের পথকে ভারত অনুসরণ করতে শুরু করেছে। ভারত এখন আত্মনির্ভর মহান ভারত গড়ে তোলার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানকে শান্তির কাজে ব্যবহার করা কথা ভাবছে ভারত। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছে যে ভারত যদিও তার নিরাপত্তার কারণে অস্ত্র নির্মাণ করছে যবে তা কিন্তু শান্তিকে বিঘ্নিত করবে না। বর্তমান সরকার স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞানে এগিয়ে গিয়েছে। তার বড় প্রমাণ হলো করোনা সংক্রমণকে প্রতিরোধ করে দিয়েছে ভারত। যে ভারত করোনা সংক্রমণ কালে আতঙ্কিত হতে শুরু করে দিয়েছিল সেই ভারত করোনা সংক্রমণ টিকা তৈরি করে ফেলল এবং ভারতের টিকা কেনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আগ্রহ প্রকাশ করছিল। এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতের করোনা টিকাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। করোনা সংক্রমণ কালে যেভাবে ভারত মোকাবিলা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে চিন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। করোনা সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছে চিনে। সেই চিনকে দোষী করে ট্রাম্প বলেছে চিন থেকে করোনা এসেছে। চিন জানতো যে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়েছে বাতাসে। সেই বাতাস পরিশুদ্ধ হতে কয়েকটি বছর পার হয়ে যাবে। চিন গোটা ঘটনাকে ইচ্ছা করে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত সেই করোনা সংক্রণকে রুখতে লড়াই করে জয়ী হয়েছিল। রাশিয়ার টিকা স্পুটনিক ভি বেশি জনপ্রিয় হতে পারেনি। ভারতের কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাকসিন এবং আমেরিকার ফাইজারের টিকা সারা বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করে দিয়েছিল। ভারতের কোভিশিল্ডে চাহিদা ছিল আকাশ ছোঁয়া। উৎপাদনের তুলনায় চহিদা বেশি থাকার জন্য ভারত বহু রাষ্ট্রকে উৎপাদনের সঠিক সময়ে টিকা দিয়ে সাহায্য করতে সময় নিয়েছিল। বহু গরিব দেশকে ভারত বিনা পয়সা করোনার টিকা দিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারত এগিয়ে রয়েছে। ভারতের বহু বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকরা রয়েছেন। এক বছর আগে প্রয়াত হলেন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক দিলীপ মহলনাবিশ। তাঁর আবিস্কার ওআরএস এখন সারা বিশ্বে চলছে। একটি প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ আবিস্কার করে মানুষকে পেটের রোগ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। কলেরা রোগ থেক মানুষক রক্ষা করেছিলেন। উত্তর কলকাতার সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং আইনস্টাইন যৌথভবে কাজ করে বিজ্ঞান জগতের উন্নতি সাধন করেছিলেন। বোস আইনস্টাইন পরিকসংখ্যান আবিস্কার হওয়ার ফলে এটি পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম সেরা আবিস্কার বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এখান একটি কথা বলার খুবই প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ খুবই সত্যেন বোসকে ভালোবাসতেন। এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের সম্পর্ক খুবই নিবিড় ছিল। আর সত্যেন্দ্রনাথকে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও আইনসটাইন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে বাজিয়ে দেখে নিয়েছিলেন। বোস-আনিস্টাইন পরিসংখ্যান, বসু-আইনস্টাইন ঘনীভবন, বোসনের ওপরে গবেষণা করে ১৯৮৪ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কার্লো রুবিয়া এবং সিমন ভ্যান দার মির। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ছিল। আর্যভট্ট বিজ্ঞান চর্চা করে গিয়েছেন। যদিও ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তার মধ্যেও বিজ্ঞান চর্চার বীজ রোপন হয়েছিল। বিশেষ করে ভেষজ বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে। ভেষজ বিজ্ঞানে ভারত বেশ উন্নত ছিল। আর্যুবেদ চিকিৎসায় ভারত উন্নত ছিল। যদিও মিশর, গ্রীস দেশে ভেষজ বিজ্ঞান চর্চা হতো। সেখানেও আর্য়ুবেদ চর্চা হতো। বিজ্ঞান কোনও সময়ে থেমে থাকে না। ত ক্রমশ এগিয়ে চলতে থাকে। মহাকাশে নয়টি গ্রহ আবিস্কার করাটাও বিজ্ঞানের জয় ছিল। আর আজকে নেপচুনকে গ্রহ বলে ধরা হয় না। সেই কারণে এখন মহাকাশে আটটি গ্রহ। এটাও বিজ্ঞানের জয় বলা যেতে পারে। নেপচুনকে গ্রহ বলে আর স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ করে দিলে একটি জাতির ভবিষ্যত একেবারে নষ্ট। প্রাচীন কালে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে ধর্মীয় গুরুরা বিনিনিষেধ আরোপ করেছিল। কোপারনিকাস থেকে শুরু করে গ্যালিলিও'র ওপরে অত্যাচার করা হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিকদের ওপরে তীক্ষন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল ধর্মীয় গুরুরা। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার তখন বেশি প্রসার না থাকলেও যারা বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকতো তাদেরকে ধর্মের বিনিনিষেদের মধ্যে কাজ করতে হতো। খনাকে জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চার পারদর্শিনী ছিলেন বলে তাঁর ওপরে মানসিক অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইটালির বিজ্ঞানী ব্রুনো সত্য কথা বলার অপরাধে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও তিনি দেশ ত্যাগ করলে তাকে রেহাই দেয় হয়নি। কৌশল করে তাঁকে আবার ইতালিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিওকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তবুও গ্যালিলিও বিজ্ঞানের সত্য থেকে সরে আসেননি। প্রায় দুশো বছর পরে গ্যালিলিও এর ওপরে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া চার্চ। এই রকমভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানীদের ওপরে বহু শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়েছিল। সেই সব অত্যাচারের কথা জানতে পারলে গা শিহরিত হতে থাকে। বিজ্ঞান আছে বলে আজকে জীবন যাত্রা সহজ হতে পেরেছে। নাহলে জীবন যাত্রা আকও কঠিন হয় পড়তো। যানবাহন থেকে শুরু করে মানুষের পোশাক ঘর বাড়ি এবং নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান সব সময়ে মানব সভত্যাকে কিছু দান করে যায়। তার বিনিময়ে বিজ্ঞান কারোর কাছ থেকে কিছুই চায় না। ধর্মের নাম করে মানুষের কাছে থেকে বহু সুবিধাবাদীরা অর্থ আদায় করে। ধর্মের নাম করে সম্পদ লুটপাট করে। কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না। এক সময়ে ভারতের বিজ্ঞান চর্চা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়টা হচ্ছে ইসলাম শাসন কালে। ভারতে যেদিন থেকে মোঘলদের রাজত্ব শুরু হল সেই সময় থেকে দেখতে পাওয়া গেলে বিজ্ঞান চর্চা বলত গেলে রহিত হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান চর্চা তখন করতে কারোকে আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। সাহিত্য চর্চা রয়েছে। সঙ্গীত চর্চা হয়েছে। কাব্য চর্চা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে কারোর আগ্রহ দেখা যায়নি। কোনও মোঘল সম্রাট, সুলতান বা নবাবরা বিজ্ঞানী তৈরি করতে উৎসাহ দেননি। রাজ দরবার কথন কাব্য চর্চা হতো। রাজ পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করতেন। শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতা। রাজ জ্যোতিষীরা হাতগণনা থেকে শুরু করে মানুষের ভাগ্য চর্চা করতো। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন ভারতকে মহান ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারও বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জার দিয়েছে। প্রযুক্তি চর্চার ওপরে জোর দিয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে যত চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই মহান ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের দিনে এটাই হোক জাতীয় শপথ।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন বৌদ্ধ দার্শনিক হেমেন্দুবিকাশ

অমলেন্দু চৌধুরী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করে বলেছিলেন- '...সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কী বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করতে পারেন না। এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।' যদি কবিগুরু বেঁচে থাকতেন তিনি হয়তো বলতেন, অন্তত একজন বাঙালি পাওয়া গেছে যিনি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধারে চিরজীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। হয়তো চিঠি লিখে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আচার্য হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী, এমন একজন অনুসন্ধিৎসু সম্পাদক, গবেষক, যিনি বৌদ্ধশাস্ত্র তথা দর্শনকে ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক করে তুলতে পেরেছিলেন। বহুগুণের অধিকারী হেমেন্দুবাবু একজন সর্বক্ষণের সংগঠক ও সাহিত্য সংস্কৃতিকর্মী। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ছাড়াও আরো বেশ কিছু সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন- সহ-সভাপতি ও ট্রাস্টি, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, মেম্বার, বুদ্ধগয়া টেম্পল অ্যাডভাইসরি বোর্ড, গভর্নমেন্ট অব বিহার; সভাপতি, শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন; সহ-সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদার হুড মিশন (আসাম), সহ-সভাপতি, অল ইন্ডিয়া লে বুড্ডিস্ট অ্যাসোসিয়েশন; সহ-সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট; সভাপতি, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ, মহেশতলা বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, অত্তদীপ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিদ্যাসাগর চর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, আজীবন সদস্য- ইস্টবেঙ্গল ক্লাব; চট্টগ্রাম পরিষদ(কলকাতা) ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রে একটা মাত্রাজ্ঞান তাঁকে এতগুলো কাজ করতে পারঙ্গম করে তুলেছিল। খাওয়া-দাওয়ায়, চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায় এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও তাঁর পরিমিতিবোধ তাঁকে খ্যাতি-পরিচিতির উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। এত দায়িত্ব নিয়েও

তাঁকে বেসামাল হতে দেখা যায়নি। আত্মঅহংকারে ভোগেননি। সামগ্রিক স্বার্থে ওনার চলার পথ নিষ্কণ্টক ছিল। মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক হেমেন্দুবাবু হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান-শিখ-জৈন সকল সম্প্রদায়ের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় সংগঠক। যেকোনো গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ওপর দানবরূপী মানবের নির্মম আঘাত আসলে, মানবতা বিপর্যস্ত হলে তাঁকে প্রতিবাদে-মিছিলে-মিটিং-এ সামনের সারিতে দেখা যেত। একইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানবসভ্যতার ওপর আঘাত হানলেও তাঁর নেতৃত্বে ধর্মাঙ্কুর সভা আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান, সরকারের ত্রাণ তহবিলে প্রসারিত করে দিতেন দানের হস্ত। তাঁর মনন-সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম এবং সমাজ-সদ্ধর্ম উন্নয়নমূলক অসাধারণ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বিশুদ্ধানন্দ স্বর্ণপদক, কৃপাশরণ স্বর্ণপদক, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল দ্বারা আম্বেদকর জন্মশতবর্ষ পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, ফজলুল হক পুরস্কার, মাতঙ্গিনী হাজরা পুরস্কার, গঙ্গা-ভাগীরথী পুরস্কার, বিভূতি-ভূষণ পুরস্কার, Best Editor Award ইত্যাদি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ভীমরত্ন, ধর্মদূত ও সাহিত্যভারতী ও ভারতের ১১টি দলিত সংগঠনের মিলিত সম্মেলনে বৌদ্ধ পন্ডিত আচার্যদ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। সংবর্ধিত হয়েছেন মুম্বাই অজন্তা বৌদ্ধ বিহার, মহেশতলা বৌদ্ধ সমিতি, বুদ্ধগয়ার আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মেমোরিয়াল এন্ড কালচারাল সেন্টার, জ্ঞানলংকার বুদ্ধিস্ট সংঘ, বাংলাদেশের অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফাউন্ডেশন, চারুলতা পরিষদ, থাইল্যান্ডের World Fellowship of Buddhists– জাপানের Rissho Kosei Kai– Myochi Kai– Dainenji Temple– Hoju Vocational College– Jutukuji Buddhist Temple and Rahitaku University. দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন প্রায় ১০/১২টা বইয়ের মুখবন্ধ।

(ক্রমশ)

লেখক ঃ বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্র আগ্রহী এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ)

অন্তর্ভূক্তিমূলক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ

দেবযানী ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বর্তমান বিশ্বে, যেখানে কোটি কোটি মানুষের ডিজিটাল পরিচিতি নেই, প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মানুষ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে রয়েছেন এবং ১৩৩টি দেশে ডিজিটাল লেনদেনের কোনও পরিকাঠামো নেই, সেখানে ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। মাত্র এক দশকেরও কম সময়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য পেয়েছে ভারত, যা অন্য দেশের ক্ষেত্রে হলে, অন্তত পাঁচ দশকের মতো সময় লাগতো। ডিজিটাল গণ পরিকাঠামোর কার্যকারিতা ও নাগরিকদের সহনশীলতার ক্ষেত্রে ভারত একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা বিশ্ব আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারে। ফ্রান্স, ভুটান, ওমান, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ইউপিআই লেনদেন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রভাবকে বৃদ্ধি করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ কৌশলগত বোঝাপড়া ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও আর্থিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পথ সুগম করেছে।

একই নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে ভারত এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও পা রেখেছে। টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লেচার স্কুলের সাম্প্রতিক এক এআই সূচক অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ ২৫টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫তম স্থানে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, মানব, আর্থিক, বৈচিত্র্য এবং ডিজিটাল ভিত্তির ক্ষেত্রে আমেরিকা, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জার্মানীর পর ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত। আমরা এখন এআই সমাধান, বর্তমান বিশ্বে সেগুলির প্রয়োগ, সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং মানব-কেন্দ্রিক নীতির উপর জোর দিচ্ছি। আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এআই গুরুত্বপূর্ণ

হেরিটেজ ঃ 'ক্যাসেল বাড়ি'

বিলাতের রাজ পরিবারের মতো কলকাতায় একটি ক্যাসেল বাড়ি আছে। সেই ক্যাসেল বাড়িটি আগে তিনতলা বাড়ি ছিল। তৈরি করেছিলেন কালি কুমার ঠাকুর ১৮২০ সালে। তঁর উত্তরাধিকারী যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর এটিকে ক্যাসেল বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ম্যাকিনটোস বার্ন এই এই বাড়িটি তৈরি করতে ১১ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। একেবারে বিলাতের উন্ডসোর ক্যাসেলের মতো তৈরি করা হয়েছিল। বিলাতের বিগ বেন মতো ঘড়িও নিয়ে আসা হয়েছিল। একবারে

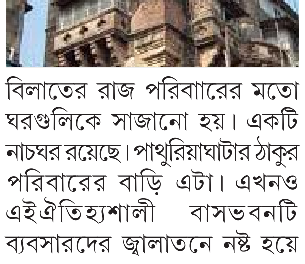

বিলাতের রাজ পরিবাারের মতো ঘরগুলিকে সাজানো হয়। একটি নাচঘর রয়েছে। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের বাড়ি এটা। এখনও এই ঐতিহ্যশালী বাসভবনটি ব্যবসারদের জ্বালাতনে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

বিকশিত ভারত ঃ সম্প্রচারে নয়া ভাবনা

শশী শেখর ভেম্পতি

নয় বরং ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে সরকারি গণমাধ্যম তার জন্যও। ২০০৪ থেকে ২০১৪ ইউপিএ সরকারের আমলটিকে সাধারণত হারিয়ে যাওয়া দশক বলে যদি উল্লেখ করতে হয়ই, তাহলে তা সরকারি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সত্য। কারণ সেই সময় তদানীন্তন সরকার কোনো অর্থবহ সংস্কার করতে তেমন গা ঘামায়নি। দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও অচলাবস্থার ফাঁদে পড়ে ছিল, কারণ বিংশ শতাব্দীর মানসিকতা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর সমস্যাগুলি মেটাতে অক্ষম ছিল ওই সংস্থা দুটি। তবে, ২০১৪ থেকে, ধন্যবাদ দিতে হয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে, প্রসার ভারতী সরকারি সম্প্রচারের সংস্কারে অভূতপূর্ব যাত্রায় সওয়ারি হয়েছিল যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব অনুভব করা গেছিল যখন কোভিড অতিমারির আক্রমণ ঘটেছিল। এই রূপান্তর শুধুমাত্র কারিগরী উন্নতির জন্যই নয় বরং ইন্টারনেটের যুগে নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলায় কীভাবে সম্প্রচারের বিবর্তন ঘটানো উচিত তার ওপর ভিত্তি করে। ২০১৪ থেকে যে রূপান্তর ঘটেছে তা মাত্রা এবং জটিলতা উভয় ক্ষেত্রেই বিশাল। (ক্রমশ)

(প্রাক্তন সিইও, প্রসার ভারতী)

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ঝলসে গেলেন ৩ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ঝলসে গিয়েছেন ৩ জন। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। এই ঘটনায় আরও ২ জন আহত হয়েছেন। চিকিৎসা চলছে তাঁদেরও। অভিযোগ উঠছে, কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কারখানার শ্রমিকরা। এদিন কারখানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ডিএসপির বেসিক অক্সিজেন ফার্নেসের ২ নম্বর কনভার্টার থেকে জল গড়াতে থাকে। তখনই আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে ধুলোয় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। দুর্ঘটনার সময়ে ঠিকা, স্থায়ী মিলিয়ে ৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন সেখানে। বিস্ফোরণের জেরে ৩ জন ঝলসে যান। সূত্রের খবর, ওই ৩ শ্রমিককে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে ডিএসপি মেন হাসপাতালে। শ্রমিকদের অভিযোগ, তিন দিন ধরে জল লিকেজ হচ্ছিল ওই কনভার্টার থেকে। যা সংস্কার করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা করেনি। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিএসপির ইডি (ওয়ার্কস)। তিনি এলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শ্রমিকরা।

ইসলামপুরে নতুন কমিউনিটি হলের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইসলামপুর নিউটাউন এলাকায় একটি একটি নতুন কমিউনিটি হলের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পৌরসভার

চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগরওয়াল রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সহ আব্দুল সাঈদ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী বলেন আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কমিউনিটি হলে কাজ শুরু হয়েছে আনুমানিক ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কমিউনিটি হল তৈরি হবে। এদিন মন্ত্রী গোলাম রব্বানী শেখ শাহাজাহান গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বলেন গ্রেফতার করতেই হতো আটকে ছিল আদালতের জন্য। কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় চলে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেন বিজেপিতে উনি যেতেন আমরা জানতাম, তিনি একবার তৃণমূল একবার বিজেপি একবার তৃণমূল একবার বিজেপি মানুষ তাকে বিশ্বাস করবে না।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার হল ৫০ উর্ধ্ব ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার হল ৫০ উর্ধ্ব ব্যক্তি। ঘরে টেনে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করল ১১ বছরের এক শিশুকে। এমন ঘটনায় নির্মল সরকার নামে ৫০ উর্ধ্ব এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সাউথ কলোনীর ১১ বছরের নাবালিকাকে ঠাকুর ঘরের কাজের কথা বলে বাড়িতে ডেকে নির্মল সরকার নামে ওই প্রতিবেশী বলপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে নাবালিকাটির চিৎকার শুনে সেখানে পৌঁছায় নির্মল সরকারের মা। তার পরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে জানা গেছে, এই ঘটনা যাতে কাউকে না জানানো হয় তার জন্য সেই নাবালিকা ও তার পরিবারকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। যার ফলস্বরূপ এই নাবালিকা বিষয়টি কারোর কাছে কিছু জানানোর সাহস দেখায় নি। তবে কিছুদিন পর সে অসুস্থবোধ করলে বিষয়টি পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারে। তারপরেই সমস্ত বিষয় খুলে বলেন পরিবারকে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার নাবালিকাকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা এনজেপি থানায় নির্মল সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নির্মল সরকারকে। বুধবার রাতেই নিগৃহীত নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি পুরনিগম। আনুষ্ঠানিকভাবে স্টেডিয়ামের ফসিন ব্লকে সয়েল টেস্টিংয়ের কাজের সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। আগামী ৬ তারিখের মধ্যে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে জানান মেয়র।

বৃহস্পতিবার, ফসিন ব্লকের এই সয়েল টেস্টিং শুরু হয়। মেয়র জানান প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সয়েল টেস্টিং করানো হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তার রিপোর্ট আসার কথা রয়েছে। অন্যদিকে তিনি জানান, কয়েকটি ভাগে ভাগ করে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শুরু হবে। আগামী ৬ তারিখের মধ্যে প্রথম ভাগের কাজ শুরু হবে। তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫ কোটি তারা। আরো একটি ভাগের জন্যও ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ হবে। ফসিন ব্লকের বর্তমান উচ্চতা আছে ৭ মিটার, সেই উচ্চতা ১৫ মিটার করা হবে। স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করা হবে, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের দেওয়া নকশার উপর ভিত্তি করে স্টেডিয়ামের সংস্কার করা হবে।

ডাকাতির ছক বানচাল পুলিশের, আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাকাতির ছক বানচাল করলো মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। মাড়গ্রাম থানার লক্ষীবাটি এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুষ্কৃতীদলকে গ্রেফতার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাড়গ্রাম থানার বড়সড় এক ডাকাতির ছক বানচাল হল পুলিশের তৎপরতায়। বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার পুলিশের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ গতকাল রাতে পুলিশি অভিযান চলাকালীন লক্ষীবাটি এলাকা থেকে অস্ত্র সহ ৩ জনের ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম পারভেজ আলম মণ্ডল, রফিকুল ইসলাম ও রাহুল সেখ। পারভেজ আলম ও রফিকুল ইসলামের বাড়ি প্রতাপপুর। বাকি রাহুল সেখের বাড়ি মাড়গ্রাম হসপিটালপাড়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাড়গ্রাম থানার ১৪ নং জাতীয় সড়কের লক্ষীবাটি এলাকায় রাস্তার ধারে ৫-৭ জনের একটি ডাকাতদল জড়ো হয়েছিল ডাকাতির উদ্দেশ্যে। সেই সময় টহলরত পুলিশের দল তাদের ধাওয়া করে। তাদের মধ্যে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্র। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে একটি দেশী পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৩ দুস্কৃতীকে বৃহস্পতিবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি সদস্যদের খোঁজে চালাচ্ছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

আদিবাসী মহিলাদের মারধরের অভিযোগ উঠলো আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে গ্রামে গিয়ে আদিবাসী মহিলাদের মারধরের অভিযোগ উঠলো আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পর আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের আটকে রেখে কয়েকশো আদিবাসীরা গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়লা পাড়া এলাকায়। আবগারি দপ্তরের অভিযানকারী আধিকারিকদের আটকে রাখার পাশাপাশি তাদের গাড়ির সামনেও গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন আদিবাসীরা। পাশাপাশি ধামসা, মাদল হাতে নিয়ে আবগারি দপ্তরের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন বিক্ষোভকারী। ক্রমশঃ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আদিবাসীদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষোভকারী আদিবাসীরা জানিয়েছেন, তাদের বাদনা পরব উৎসবের জন্য গত কয়েকদিন ধরেই মহুয়া ফল থেকে তৈরি হাড়িয়া খাওয়ার উৎসব চলছিল। কিন্তু এদিন সকালে হঠাৎ করে ছয় থেকে সাতটি চার চাকার গাড়ি নিয়ে রাইলা গ্রামে আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীরা অভিযান চালায়। সেই সময় এক আদিবাসী বৃদ্ধা চন্দনী কিস্কুর বাড়িতে ঢুকে তাকে মারধর করে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই আরো বেশ কয়েকটি বাড়িতে অভিযানকারী আবগাড়ি দপ্তরের অফিসার, কর্মীরা ঢুকে ভাঙচুর চালায়। মহিলাদের ওপরে অত্যাচার চালানো হয়। আর এই ঘটনাটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আদিবাসীরা। বিক্ষোভকারী আদিবাসী রবিন টুডু, তালাময়ী সোরেন, কুলিন সোরেন বলেন, বাদনা পরব হচ্ছে আমাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য। আর এই উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের হাঁড়িয়া খাওয়ার উৎসব চলছে। কিন্তু হঠাৎ করে এদিন আবগারি দপ্তরের অফিসার, কর্মীরা গ্রামে ঢুকে তান্ডব শুরু করে দেয়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে চোলাই বিক্রির নামে ভাঙচুর করা হয়। মারধর করা হয় মহিলাদের। কেন এভাবে অত্যাচার চালালো অভিযানকারী অফিসারেরা, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রামীণ এলাকার সড়ক অবরোধ করে ওদের আটকে রাখা হয়। যদি গ্রামে কেউ চোলাই বিক্রি করতো তাহলে তাদেরকে আইন মোতাবেক ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সেটা না করে অযথা গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে । যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার বিষয়ে আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। আবগারি দপ্তরের মালদার সুপারিনটেন্ট সত্যজিত চৌধুরী জানিয়েছেন, ওই গ্রামে বেআইনিভাবে চোলাইয়ের ঠেক চলছে, সেই খবর পেয়েই অভিযানে গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারেরা। কিন্তু অভিযানকারী অফিসারদের ওপর হামলা চালানো হয়। একজন কনস্টেবলকে মারধর করা হয়। এখন আদিবাসীরা যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওদের কাউকেই হেনস্থা বা মারধর করা হয়নি। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুকুলের পরিমাণ অনেকটাই কম, আমচাষীদের মুখে চওড়া হাসি কিছুটা ম্লান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রীষ্মকালীন ফল হল আম। আর এই আম উৎপাদনে মালদা বিখ্যাত। তবে এই বছর তুলনামূলকভাবে জেলার আম গাছগুলিতে মুকুলের পরিমাণ অনেকটাই কম। ফলে আমচাষীদের মুখে চওড়া হাসি কিছুটা ম্লান। যদিও আমের ফলনের জন্য তৎপর জেলার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাগিচা উদ্যান পালন দপ্তর থেকে আমচাষীরা। মূলত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম, দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই মালদার আমবাগান গুলিতে মুকুল ধরতে শুরু করে। কিন্তু এই বছর কিছুটা হলেও মুকুলের পরিমাণ অনেক কম। এই সময় গাছের পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী। মুকুল আসার ঠিক আগে আগে, গাছের সঠিক পরিচর্যা করলে ভালো মুকুল ফোটে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তা সামন্ত লায়েক কৃষকদের আমের গাছ পরিচর্যা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। আম বাগান গুলিতে গাছের শাখা প্রশাখা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে বলছেন। এতে গাছের উপরে ধুলোবালি, পোকামাকড় সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মুকুল ফিরতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মুকুল ফোটার সময় কোনোরকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হবে না। এই

সময় প্রতিটি আমবাগানের গাছের গোড়া গোল করে খুঁড়ে দিতে হবে। নিয়মিত সেখানে জল দিতে হবে সঙ্গে জৈব সার দিলে খুব ভালো হবে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তা সামন্ত লায়েক আরো বলছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে মালদা জেলায় আমবাগান গুলিতে মুকুল আসতে শুরু করে। তাই গাছের পরিচর্যা করা খুব জরুরী। যে কারণে শুরু করা হয়েছে আম গাছগুলিতে স্প্রে করার কাজ। মুকুল ফুটে গেলে অনেক সময় ম্যাংগো হপারের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ম্যাংগো হপারের উপদ্রব কমাতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে তাহলে গাছের মুকুল ভালো হবে আগামীতে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। মালদা জেলার প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। প্রায় চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের টার্গেট করা হয়। কিন্তু এই বছর এখনও তুলনামূলকভাবে আমের মুকুল অনেকটাই কম। তাই এই বছর ফলন খুব একটা ভালো হবে না বলে আশা প্রকাশ করছেন আমচাষী থেকে ব্যবসায়ীরা। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, আম গাছগুলিতে মুকুলের পরিমাণ কম। এই সময় প্রতিবছর আম গাছগুলি মুকুলে ভরে যায়। তবে ফেব্রুয়ারি মাস শেষ এখনও গাছগুলিতে তেমনভাবে মুকুল আসে নি। তাই উৎপাদন কম হলে আম বাঙালির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। আম রপ্তানিও করা যাবে না। ক্ষতি হবে আম ব্যবসা।

নিম্নমানের খাবার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, এমনই অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাকে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি মালদার বামনগোলা ব্লকের মালডাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিভাবকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রকল্প আধিকারিক। বামনগোলার সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক (সিডিপিও) খোকন বৈদ্য বলেন, মালডাঙার ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে, বহু কেন্দ্রে ডাল না থাকায় কর্মী, সহায়িকাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি, ডাল, তেল খুব দ্রুত বরাদ্দ হবে। বামনগোলা ব্লকের মালডাঙা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শর্মিলা রায়, সহায়িকা রুমা দেবনাথকে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, ঘর, জলের ব্যবস্থা থাকলেও সহায়িকা নিজের বাড়ি থেকে রান্না করে কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে খাবার বিলি করেন। এ দিন ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ ডিম দেওয়া হয়। অভিভাবক শিল্পী রায় বলেন, এক সপ্তাহ টানা অর্ধেক ডিম দেওয়া হয়েছে। খিচুরির বদলে সাদা ভাত শিশুদের দেওয়া হচ্ছে। সে খাবার শিশুরা খেতে চায় না। তাই, এ দিন তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। মালডাঙা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শর্মিলা রায় বলেন, দু'মাস ধরে ডাল মিলছে না। তাই, নিরুপায় হয়ে সাদা ভাত দেওয়া হচ্ছে। সুপারভাইজার, সিডিপিওকে তা জানানোও হয়েছে।

বাংলায় স্টাডি ম্যাটেরিয়াল চালু করলো আকাশ

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সর্বভারতীয় মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান আকাশ, পশ্চিমবঙ্গের নিট (ইউজি) পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা মাধ্যমে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রকাশ করে দেশব্যাপী অনন্য নাজির স্থাপন করলো । আজ আকাশের দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে আয়োজিত লঞ্চ ইভেন্টে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য সিনিয়র সদস্যরা বাংলা সংস্করণে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল উন্মোচন করেন। আজকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, ন্যাশনাল একাডেমিক ডিরেক্টর- নীট ডিভিশন শ্রী নবীন কার্কি বলেন, বহুদিন ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় কোনো জাতীয় ব্র্যান্ড থেকে উপযুক্ত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এর চাহিদা ছিল কারণ অনেক শিক্ষার্থী বাংলায় নিট (ইউজি) লিখতে পছন্দ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে বিদ্যমান আকাশ, এই উদ্যোগটি গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞ দলের এক বছরের ও বেশি পরিশ্রমের পর, আমরা এটি সম্ভব করতে পেরেছি। আমি নিশ্চিত যে এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের নিট (ইউজি) প্রস্তুতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে। গত বছর, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১,০৪,৯২৩ জন শিক্ষার্থী নিট (ইউজি) ২০২৩-এ ফর্ম ফিলাপ করেছিল, যার মধ্যে ৪৩,৮৯০ জন শিক্ষার্থী বাংলা বেছে নিয়েছিলেন। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলায় নিট (ইউজি) লেখার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছে। এমতাবস্থায় এটি কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ যা বাংলার নিট (ইউজি) শিক্ষার্থীদের সরাসরি উপকৃত করবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশি পিস্তল ও কার্তুজ সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম চন্দন দাস, শিলিগুড়ি মহকুমার ভুজিয়া পানির বাসিন্দা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ভুট্টাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। সেইসময় এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় দেশি পিস্তল সহ একটি কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিহার থেকে বিক্রির উদ্দেশ্য এই দেশি পিস্তল ও কার্তুজ বাগডোগরায় নিয়ে এসেছিল চন্দন। তবে হাত বদলের আগেই বাগডোগরার ভুট্টাবাড়ি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আজ তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

এটিএম কার্ড সহ গ্রেপ্তার চার

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ১২৯টি এটিএম কার্ড সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। পূর্ণিয়া থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি যাওয়ার ছক ছিল তাদের। ধৃত ব্যক্তিদের নাম ইরফান আহমেদ, নঈম আলভী, মোহাম্মদ রাজা, গৌরব সারই সকলেই গাজিয়াবাদ উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। জানা যায়, বুধবার পূর্ণিয়া থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তারা। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা ৪ টি ব্যাগ থেকে ওই এটিএম কার্ডগুলি উদ্ধার করে। অভিযুক্তদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পরবর্তীতে তাদের বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড অধ্যাপক

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতি, অনিয়ম ও অধ্যাপকের সই জাল করার অভিযোগ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড কলেজের অধ্যাপক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ, ই - টেন্ডার ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকায় কলেজের ভবন নির্মাণ থেকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ করেছেন ওই অধ্যাপক। একইসঙ্গে কলেজের এক অধ্যাপকের সই জাল করে চেকের মাধ্যমে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার রঘুনাথপুর কলেজেরই এক অধ্যাপক কলকাতা উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে। এরই ভিত্তিতে রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূত একাধিক অভিযোগ সামনে আসতেই অধ্যাপক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করে পরিচালন সমিতি। জানা গেছে, ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে একাধিকবার আন্দোলনের পথে নেমেছিল বাম ছাত্র সংগঠনও।

Govt. of WB
N.I.Q. No.:-WBPWD/AE/BNWSD-III/NIQ_12/2023-2024
AE, PWD, Bidhannagar West Sub Division III, Purta Bhavan, invites quotation, D.O.P: 29.02.24. Last date of Application: 07.03.24 up to 12 P.M. and Date of Tender Submission: 11.03.24 at 2 P.M.
Sd/- AE/Bidhannagar West Sub Division-III, P.W.Dte.

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT, DIST:- PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 45 D.M/ENGG Date-29/02/2024, E-NIT 46 D.M/ENGG Date-29/02/2024, E-NIT 47 D.M/ENGG Date-29/02/2024 , E-NIT 48 D.M/ENGG Date-29/02/2024.** For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in.** Office ph no 7478003845.
Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং পরিচালিত

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং

যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের লাইফলাইনে গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য এরকম একটি মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ এদিন ২৯.০২.২০২৪ হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সিনিয়র অফিসারদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল যা শীঘ্রই উদ্বোধন হতে চলেছে। এই ড্রিলটিতে মেট্রো স্টাফদের মেট্রো স্টেশনে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্র্যাফিক, ইলেকট্রিক্যাল, সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন, আরপিএফ এবং ফায়ার অ্যান্ড সেফটি বিভাগের কর্মীরা এই মক ড্রিলটিতে অংশ নেন। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

আক্রান্ত হলেন এক ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চুরি, ছিনতাই এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে চলতি মাসেই জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মালদা জেলা বণিক মহলের ব্যবসায়ীরা। এরই মধ্যে আবারও আক্রান্ত হলেন এক ব্যবসায়ী। পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন আরো এক ব্যবসায়ী। জানা যায়, দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে আক্রান্ত হন ওই মোবাইল ব্যবসায়ী। দুষ্কৃতীরা বাইকে এসে ওই ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সুজিত কুমার রায় নামে ওই ব্যবসায়ী গুরুতরভাবে আহত হলেও পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান আরো এক ব্যবসায়ী। জানা গেছে, ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী এলাকায়। মালদা শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লী এলাকায় একটি মোবাইলের দোকান রয়েছে তার। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত্রে মোবাইলের দোকান বন্ধ করে তিনি এবং তার এক ব্যবসায়ী বন্ধু বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় বাইকে তিনজন এসে তাদের পথ আটকে বন্দুকের বাট দিয়ে মারধর করা হয়। এরপর মোবাইল বিক্রির প্রায় ১ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তিনজনের মধ্যে একজন কে চিনতে পেরেছেন আক্রান্ত ব্যবসায়ী সুজিত কুমার রায়। এই ঘটনায় এদিন ইংলিশ বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

Notice Inviting E-Tender
Kushmore-II GP, Kushmore, Birbhum NIT No: WBBIR/MRR-II/22/K-IIGP/2023-24 Date: 28-02-2024 Prodhan Kushmore-II GP, inviting E-tender of Scheme which are available in www.wbtender.gov.in site last date of submission 12.03.24
Sd/- Prodhan
Kushmore-II Gram Panchayat
P.O.-Kushmore, Birbhum

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary IT infrastructural works (CCTV,Internet & Others) at Medinipur Circuit house at Paschim Medinipur in connection with VVIP visit on & from 04.03.24" **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-78 of 2023-24**. Last date of submission of Quotation: **02.03.2024 up to 4:30PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

Notice Inviting E-Tender
Banior Gram Panchayat, Banior, Birbhum NIT No. WB/BHM/NAL-I/BAN.GP/12/23-24 Memo No. 45/BGP/5 th SFC/24
Prodhan, Banior G.P. Banior invites e-Tender of different works which is available in www.wbetenders.gov.in website. Last date of submission 07/03/2024.
Sd/- Prodhan
Banior Gram Panchayat

এয়ার পুশিং মেথডের দ্বারা স্থাপিত আরসিসি বাক্সের নির্মাণ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৩২ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২৭-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এয়ার পুশিং মেথডের দ্বারা স্থাপিত আরসিসি বাক্সের নির্মাণের দ্বারা ২২১/৩-৪, ২৫২/৯-২৫৩/০ এবং ২৯৭/৪-৫ কিলোমিটারে অতিরিক্ত ওপেনিঙের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৩৫,১৯,৩৬৩.০৭ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,১৭,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ২৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ২৭-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ ২৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-380/BPM/N-157/2024 Dated-29/02/2024**, (**Closing date-18/03/2024, 11.00 AM**). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

Date Corrigendum Notice
The last date of bid submission of Clock Tower has been extended up to 02.03.2024, 6:00 PM The quotation details as given below: NIeQ No.23 of ME/ COB/2023-24 (Tender Id: 2024_MAD_663645_1) dt. 08.02.2024. Details of e- N.I.Q. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in
Sd/-E.E., COB Divn, MED

NIT NO.-608(12)/SGP/2023 Dated-27/02/2024 Last date of Submission on or before 18/03/2024 (up-to 02.00PM), Date of Opening - 20/03/2024 (From 03.00 P.M) NIT No.-626(12)/SGP/2024 Dated-27/02/2024 Last date of Submission on or before 06/03/2024(up to 02.00 PM). Date of Opening-09/03/2024 (From 03.00 P.M.) NIT No.-627(12)/SGP/2024 Dated-28/02/2024 and NIT No.-628(12)/SGP/2024 Dated-28/02/2024 Last date of Submission on or before 18/03/2024(up to 02.00 PM). Date of Opening- 20/03/2024 (From 03.00 P.M.) (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)
Sd/- Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

চায়ের টানে ভারতে ছুটে এলেন বিল গেটস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ের স্টল থেকে চা কিনে খাচ্ছেন খোদ বিল গেটস! তাঁকে কেউ ডাকেন জনি ডেপ। কেউ ভালবেসে নাগপুরের জ্যাক স্প্যারো। না, তিনি বিশ্বখ্যাত 'পাইরেটস অব ক্যারিবিয়ান'-এর সেই অভিনেতা জনি ডেপ নন। তবে তাঁকে নকল করে নিজের অভিনব কায়দায়। নাম ডলি। এহেন ডলি চাওয়ালা ইন্টারনেটে বেশ ছেয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গেই এবার দেখা হল মাইক্রোসফ্‌ট কর্তা বিল গেটসের। শুধু দেখা নয়, বিল-ডলির চায়ে পে চর্চা এখন ইন্টারনেটে রীতিমতো ভাইরাল। 'এক কাপ চা প্লিজ', ইংরেজিতে বিল গেটসের আবদার শুনেই নিজের বিশেষ স্টাইলে চা বানাতে শুরু করেন ডলি। চোখ ও কানের উপর এসে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে মাথাটা জনি ডেপের মতো নাড়িয়ে, চোখের সানগ্লাস ঠিক করে ডলির সে কী চা বানানো! যেন জলদস্যু জ্যাক স্প্যারো নিজে এসে চা বানাচ্ছেন। ডলির স্টাইল, কায়দা বেশ তারিয়ে তারিয়েই উপভোগ করতে দেখা যায় বিল গেটসকে। এক গ্লাস গরম দুধ চায়ে আলতো চুমুক দিয়ে বিল বলেন, ''আহা! মাইক্রোসফ্টের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস সদ্য এসেছেন ভারতে। নানা রাজ্যে ঘুরে দেখছেন। গতকাল গিয়েছিলেন ওড়িশায়। নবীন পট্টনায়কের উদ্বোধন করা মিশন শক্তি বাজার ঘুরে দেখেন। ভুবনেশ্বরের আদর্শ নগরের কলোনিতে বাসিন্দাদের সঙ্গে গল্পগুজবও করেন। মার্কিন ধনকুবেরকে আদর্শ কলোনির মা মঙ্গলা বস্তিতে দেখে লোকজনের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতোই। বাসিন্দাদের ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নেন তিনি। আজ মহারাষ্ট্রের নানা জায়গায় ঘুরছেন বিল। দেখা হয়েছে ইন্টারনেট কাঁপানো চাওয়ালা ডলির সঙ্গে। সেজেগুজে তৈরিই ছিলেন ডলি। এতদিন তিনি ছিলের তাঁর মহল্লার জ্যাক স্প্যারো। বিল গেটসকে দেখে স্বভাবতই অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। তবে ঘাবড়ে না গিয়ে মুখে স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা ঝুলিয়ে স্টাইলের সঙ্গে চা বানাতে শুরু করেন। আর সেই চা খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেতেও দেখা যায় বিল গেটসকে। নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ডলি চাওয়ালার সঙ্গে চায়ে পে চর্চার ভিডিও পোস্ট করেছেন বিল গেটস নিজেই। সেই ভিডিও এখন ইন্টারনেটের হট টপিক। বিল লিখেছেন, ''ভারতের যে দিকেই যাও না কেন, নতুনত্ব পাবেই। সে এক কাপ চা বানানোর পদ্ধতিও অভিনব!

সম্প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডঃ রাজীব কর চৌধুরীকে পুরস্কৃত করছেন জুলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, কলকাতার অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এই উপলক্ষ্যে লেখকের বই 'Audience research the otherside of broad-casting' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানটি দি সায়েন্স অ্যাসোশিয়েন অফ বেঙ্গল ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই মাসে দেড় দশকের পুরনো বাস বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তে বাস ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৯ ফেব্রুয়ারিঃ পরিবেশ দূষনের কথা মাথায় রেখে পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী জুলাই মাসে দেড় দশকের পুরনো বাস বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন রাজ্যজুড়ে একটানা তিনদিন বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে আজ পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে বাস বাতিলের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে প্রতিবাদে আগামী ১৮ মার্চ থেকে রাজ্যজুড়ে একটানা তিনদিন বাস ধর্মঘট করা হবে বলে মালিকদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সরকারি মঞ্চ থেকে ভোট দেওয়ার আহ্বান

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের ঘোড়ারস পঞ্চায়েত এলাকায়,সরকারি মঞ্চ থেকে বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, একশ দিনের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে , অনেকের একাউন্টে টাকা ঢুকেছে , আর যারা পাননি তারা দুএকদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন । তাই বলছি পাগলেও কিন্তু আপন ভোলে না , রাজ্য সরকার আপনাদের সাথে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সাথে আছে , তাই আগামী নির্বাচনে রাজ্য সরকার ,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনারা থাকবেন , দিল্লি সরকার যারা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে, আমাদের কে।যারা শোষিত করেছে তাদেরকে আমরা এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো ভোটাধিকার পক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে,গনতান্ত্রিক পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা পরিষোধের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার । একশো দিনের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা তুলে দিতে বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের ঘোড়ারস পঞ্চায়েতের ঘোড়ারস এলাকায় এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কবে মা হচ্ছেন দীপিকা, ইনস্টাগ্রামে তারিখ জানালেন দীপিকা-রণবীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে মা হওয়ার গুঞ্জনে ইতি। ইতি টানলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন নিজেই। যদিও সেই সব চর্চায় খুব একটা আমল দেননি দীপিকা। তিনি নিজেও এ নিয়ে মুখ খোলেননি।তবে এ বার নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ইনস্টাগ্রামে জানালেন দীপিকা। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখা, 'সেপ্টেম্বর ২০২৪'। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে, এই পোস্টের মাধ্যমে দীপিকা সন্তান জন্মের সময়ও উল্লেখ করেছেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বাচ্চার জামা, জুতো, টুপির 'ইমোজি'ও দিয়েছেন দীপিকা।'বাফটা অ্যাওয়ার্ড'-এর সময় দীপিকার 'বেবি বাম্প' লক্ষ করেন অনেকেই। তার পর থেকেই গুঞ্জন চলতে থাকে। কিন্তু তার পরেও প্রকাশ্যে অভিনেত্রী বা রণবীর সিংহ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু তিনি যে মা হতে চলেছেন, এ বার সে কথা ঘোষণা করতে সমাজমাধ্যমকেই বেছে নিয়েছেন দীপিকা। পরিবারে

এক নতুন সদস্য আসছে। আর তাকে ঘিরেই দীপিকা এবং রণবীরের পরিবারে খুশির হাওয়া। অভিনেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বলিউড তারকা থেকে তাঁর অনুগামী সমাজমাধ্যমে সকলেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রিয়ঙ্কা চোপড়া এই খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, ''মুবারক। আরও এক অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি আবার লিখেছেন, ''ও এম জি! দু'জনকেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সোনাক্ষী সিন্‌হা, কৃতি স্যানন, বরুণ ধওয়ান, অনিল কপূর, মাধুরী দীক্ষিত, সোনম কপূর, অভিষেক বচ্চন-সহ আরও অনেকে।নিজেদের পরিবারে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাতে চান তিনি এবং রণবীর।

এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী। সেই সময় তিনি বলেন, ''রণবীর আর আমি শিশুদের খুব ভালবাসি। পরিবারে এক অতুন অতিথির আসার অপেক্ষা করছি। সরাসরি না বললেও আকার-ইঙ্গিতে দীপিকা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, খুব শীঘ্রই তিনি সুখবর দিতে চলেছেন। অবশেষে সেই সুখবরই এল দু'জনের পরিবারে। নতুন সদস্যের অপেক্ষায় এখন মুখিয়ে দুই পরিবার।বলিউডের অন্যতম 'কিউট কাপল'দের মধ্যে অন্যতম রণবীর এবং দীপিকা। ২০১২ সাল থেকে তাঁদের প্রেমপর্ব শুরু। ২০১৮ সালে রণবীর এবং দীপিকার বিয়ে হয়। ইটালির লেক কোমোতে 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' হয়েছিল তাঁদের।

আরও একবার জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৯ ফেব্রুয়ারিঃ বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারনের কাছে পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরও একবার জেলা সফরে যাচ্ছেন। আগামী চৌঠা মার্চ একদিনের সফরে তার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সফরে যাওয়ার কর্মসূচী রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। তার সফরকে কেন্দ্র করে দুশো কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত দীঘায় জগন্নাথ ধাম মন্দির তৈরির কাজে গতি আনতে হিডকোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাহজাহানকে সন্দেশখালীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হোকঃ লকেট

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর ,২৯ ফেব্রুয়ারিঃ মোদীজি আরামবাগে আসছেন তার আগে ভয় পেয়ে শাহজাহান কে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ, শাহজাহান কে ফাঁসি দেওয়া হোক না হলে সন্দেশখালীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। এদিন সিঙ্গুরে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরো বলেন ৫৫ দিন ধরে সন্দেশখালীর মহিলারা আন্দোলন করছেন আর ওখানেই শাহজাহান রেখে দেওয়া হয়েছিল মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে চুক্তি হয়েছিল। আদালতে যাওয়ার সময় শাহজাহান দেখে মনে হচ্ছিল উনি উইনার,শাহজাহান কি মহিলা দের ধর্ষণ করে উইনার হয়েছেন? মারতে মারতে আনা উচিত ছিল পুলিশের। রাজ্য পুলিশের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বলেন পুলিশ সব জানতো, শাহজাহান যাতে সুরক্ষিত থাকে সে কারণেই রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।কুনাল ঘোষ সব জানতো। শাহজাহানের গ্রেপ্তারি দেরি কেন? ইডির উপর দায় ঠেলেছে পুলিশ এ প্রসঙ্গে লকেট বলেন , পুলিশ মিডিল ম্যানের কাজ করতো।

হিমাচলের ছ'জন বিদ্রোহী বিধায়কের পদ খারিজ, ফের সক্রিয় স্পিকার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হিমাচল প্রদেশের বিদ্রোহী ছ'জন কংগ্রেস বিধায়কের পদ খারিজ করলেন স্পিকার কুলদীপ সিংহ পঠানিয়া। দলীয় হুইপ অমান্য করে বুধবার রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখুর সরকারের বাজেট প্রস্তাব সংক্রান্ত অর্থবিলের পক্ষে ভোট না-দেওয়ার কারণেই 'দলত্যাগ বিরোধী আইনে' এই পদক্ষেপ বলে স্পিকারের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।ওই বিধায়কদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর সরকার ওই আইন চালু করেছিল। হিমাচলের কংগ্রেস স্পিকার পঠনিয়া বুধবার ১৫ জন বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন। ওই তালিকায় বিজেপির বিরোধী দলনেতাও আছেন। স্পিকারের সঙ্গে অসংসদীয় আচরণ এবং মার্শালের গায়ে হাত তোলার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয় বিরোধী বিধায়কদের। এরপর বিনা বিরোধিতায় বাজেট পাশ হওয়ার পর বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন স্পিকার। ফলে দল ভাঙিয়ে বিজেপির সরকার গড়ায় প্রচেষ্টায় সাময়িক লাগাম পড়ে। পঠনিয়া জানান, পরিষদীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধন চৌহ্বান ছয় দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিলেন। ওই বিধায়কেরা দলীয় হুইপ অস্বীকার করে রাজ্যসভার ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেন বলে অভিযোগ। স্পিকারের নির্দেশের ফলে এখন বিধানসভায় বিজেপির ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারেন এমন বিধায়কের সংখ্যা কমে হয়েছে দশ।

জোর করে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপাড়ার মাখলা মানিক তলার কাছে মাতৃকা মন্দিরের জমি দখল করে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড। এই ঘটনার প্রতিবাদে নেমে পড়ে এলাকার মানুষজন ও মহিলারা তারা পাঁচিল ভেঙে যায় ও যারা পাঁচিল দিতে এসেছিল তারা পালিয়ে যায় তীব্র প্রতিবাদ করে এলাকার মানুষজন ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বেলার দিকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা সামাল দেয় । খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ ওয়ার্ড সভাপতি মানিক সিংহ সন্ধ্যেবেলায় উপস্থিত হন উত্তরপাড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল। মন্দির কমিটির বক্তব্য একসময় মন্দিরের একজন পুরোহিত ছিল মুখার্জি মশাই তাকে ওখানেই মন্দিরের পাশে থাকতে দিয়েছিলেন মন্দির কমিটি থাকতে থাকতে এখন তার দুই ছেলে সঞ্জয় মুখার্জি ও শিবু মুখার্জি এই জমি তাদের বলে দাবি করতে থাকে এবং কেস খামারি করে। মন্দির কমিটি কেসে জিতে যায় তারপরেও এটাকে প্রোমোটিং এর চক্রান্ত করে মন্দির কমিটির বক্তব্য ফলস কাগজ বের করে এবং অবশেষে এদিন কিছু লোকজন আসে তারা জোর করে মন্দিরের পাশে মন্দিরের জায়গায় পাঁচিল দিতে যায় কিছুটা পাঁচিল তৈরি করে সেই সময় এলাকার বাসিন্দারা খবর পেয়ে ছুটে আসে মহিলারাও ছুটে আসে তারা জোর করে এই পাঁচিল তলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও পাঁচিল ভেঙে দেয় যারা পাঁচিল দিতে এসেছিল তারা পালিয়ে যায় ঘর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এই প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল বলেন মন্দিরের জমি জোর করে দখল নেওয়া এটা অন্যায় আমরা প্রতিবাদ করছি। এবং পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিবাদ করেছে পাঁচিল ভেঙে দিয়েছে। খুব ভালো করেছে। আমরা এই জায়গাটা পুরসভার পক্ষ থেকে একটা পার্ক তৈরি করব ছোটরা খেলাধুলা করবে।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান জেলার মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবেঃ স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ উন্নয়নের খতিয়ান পূর্ব বর্ধমান এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে এক প্রশাসনিক বৈঠক আয়োজিত হল বৃহস্পতিবার। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের লালডাঙ্গা মাঠে আয়োজিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও চন্দ্রনাথ সিনহা, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক বিধান রায়, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল মন্ডল, বোলপুর লোকসভার সাংসদ অসিত মাল, সহকারি সভাধিপতি গার্গি নাহা, মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, বিশ্বনাথ রায়, মাম্পি রুদ্র, আরতি খান, মেহেবুব মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন স্বপন দেবনাথ তার বক্তব্যে বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ৪৯ লক্ষ মানুষের বাস। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সারা রাজ্যে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে তার বার্তা এবং খতিয়ান প্রতিটি মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষজন কিভাবে রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন তার খতিয়ান জেলার মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে উদ্দেশ্য করে এই কর্মসূচী যাতে জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে যায় সে দিকে নজর দিতে আবেদন জানান। কোন কোন প্রকল্পে কোন খাতে কত টাকা জেলার মানুষ পেয়েছেন কিম্বা জেলার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা রাজ্য সরকার দিয়েছে তার খতিয়ান জেলার মোট ২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের কাছে তুলে ধরার আবেদন জানান এদিন।

দশ মাসের বেতন অনুদান চেয়ারম্যানের

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য অভিনব উদ্যোগ তারকেশ্বর পৌরসভার, দশ মাসের বেতন অনুদান চেয়ারম্যানের। পৌর চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডুর উদ্যোগে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার ও মশারী প্রদান করা হলো পৌরসভার ভগৎ সিং মঞ্চ থেকে।বৃহস্পতিবার তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডুর উদ্যোগে এলাকার গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার ও মশারী প্রদান করা হয়।উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌর চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু, কাউন্সিলর রূপা সরকার, অমরেন্দ্রনাথ সামুই, প্রদীপ সাহা, পুতুল ভট্টাচার্য, কুহেলী কুন্ডু, সহ অন্যান্য পৌর আধিকারিক বৃন্দ। উপস্থিত পৌর কাউন্সিলর ও আধিকারিকরা তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বর্তমানে পৌরসভার আর্থিক পরিস্থিতি সামলেও এরকম এই মহৎ কর্মসূচির জন্য চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু কে ধন্যবাদ।

নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ আর কয়েক দিনের মধ্যেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে চলেছে। আর তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে জেলা নির্বাচন দপ্তরের সহায়তায় আলিপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কনফারেন্স হলে নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল।যাতে জেলা নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিক সহ জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের এই কর্মশালায় দক্ষিন ২৪ পরগনার সাংবাদিকরা অংশ নেন। ভোটের সময় কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে এদিন আলোকপাত করা হয় এই শিবিরের মাধ্যমে।

মাওবাদী হামলার মামলায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলার মামলায় ২৩ জন আসামির মধ্যে ১৩ জনকে বুধবার যাবজ্জীবন তথা আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত। বুধবার এই মামলায় দোষী ১৩ জনকে যাবজ্জীবনের সাজা শুনিয়েছিলেন মেদিনীপুর অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালতের বিচারক সেলিম শাহী। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয় বাকি ৯ জনকে। দোষী বুদ্ধেশ্বর মাহাতো অসুস্থ। তাই বৃহস্পতিবার সকালে মেদিনীপুর জেলে গিয়ে তাঁর বক্তব্য শোনার পর সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। শিলদার ঘটনায় ২৩ জনের সাজা ঘোষণা হওয়ায় খুশি নিহতদের পরিবার। বুদ্ধেশ্বর মাহাতের আইনজীবী অলোক মণ্ডল বলেন, ''আসামিদের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা যেন দেওয়া হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজানো হয়েছে। উচ্চ আদালতে যাওয়া হবে।'' সরকারি আইনজীবী দেবাশিস মাইতি বলেন, ''বিচারক ১০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

বামুণীগাঁও-ছয়গাঁওস্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু

নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া ডাবললাইন প্রকল্পের অধিক অগ্রগতি

মালিগাঁও, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বামুণীগাঁও ও ছয়গাঁও স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইনের বিধিবদ্ধ পর্যবেক্ষণ করলেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)এনএফ সার্কেল, শ্রী ব্রিজেশ কুমার মিশ্র। পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ, তিনি সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে নতুন স্থাপিত অংশের মাধ্যমে ট্রেন চলাচলের অনুমতি করেন। নতুন করে স্থাপিত এই দ্বিতীয় লাইনটি এই রুট দিয়ে আরও পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রাফিক পরিবহণের জন্য সহায়ক হবে। নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া ১৭৬ কিমি ডাবল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো বামুণীগাঁও-ছয়গাঁও সেকশন। কাজগুলি সেকশন অনুসারে করা হচ্ছে এবং ভাগে ভাগে চালু করা হচ্ছে। বামুণীগাঁও থেকে ছয়গাঁও পর্যন্ত দূরত্ব হলো ৮.৭৮২ কিমি।

কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)এনএফ সার্কেলের দ্বারা এই সেকশনে গতিবেগ পরীক্ষা করার পাশাপাশি সমস্ত ব্রিজ, আরইউবি ও সিগনালিং সিস্টেমও পরীক্ষা করা হয়। সমস্ত ওয়াইড বেস প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (পিএসসি) স্লিপারের রোবাস্ট ট্র্যাক স্ট্রাকচার ও প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপারের উপর নতুন ডিজাইনের মজবুত সুইচের থিক ওয়েব সুইচ এবং এই ডাবল লাইনে ট্রেনের উচ্চ গতি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ডাবল লাইন পরিকাঠামো স্থাপনের ফলে স্টেশনগুলিতে স্টপ-ওভার ক্রসিং ছাড়াই উভয় দিক থেকে ট্রেন (যাত্রী ও পণ্যবাহী) চলাচল করতে পারবে, যার ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত গতিতে অধিক ট্রেন চলাচল করতে পারবে, যা ন্যূনতম সময়সীমার মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করবে।

এর পূর্বে ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ধুপধরা-বামুণীগাঁও সেকশনের মধ্যে ২৫.৪৫৯ কিমি, ৩ মে, ২০২৩ তারিখে মির্জা-আজারা সেকশনের মধ্যে ১১.৩৫ কিমি ও ২৪ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে দুধনৈ থেকে ধুপধরা পর্যন্ত ২৯.৭১ কিমি সেকশন চালু করা হয়েছিল।

সমগ্র নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া সেকশনটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য প্রান্তের সাথে মানুষ এবং উপকরণ পরিবহণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিউ বঙাইগাঁও ও কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়ার মধ্যে এই ডাবল লাইন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মেঘালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

Affidavit

I, Syed Mahejabeen aged 40 years old residing at 22/1, Ray Choron Ghosh Lane Kolkata 700039. I was born as Syed Mahejabeen on 11/02/1984 and have used this name consistently throughout my life. Upon marriage to Akbar Hayat Khan on 05/10/2004 my surname was changed to Mahejabeen Hayat Khan as reflected solely on the documents of my child Zaaid Hayat Khan. Following divorce from Akbar Hayat Khan on 2nd of March 2015. I entered into a second marriage with Md Asgar Ali on 3rd Dec 2015 and retained the name Syed Mahejabeen. I declare under penalty of perjury under the laws of India that the foregoing is true and correct. I declare that Syed Mahejabeen and Mahejabeen Hayat Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Kolkata on 28-02-2024.

Name Change

I KALEQUE SHAIKH, SON OF ANAR SK, RESIDING AT VILL-CHAKJAIDI, PO- SITALATALA RAJARAMPUR, PS-USTHI, SOUTH 24 PARGANAS - 743513, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHALEK SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/02/2024.THAT KALEQUE SHAIKH AND KHALEK SK BOTH ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BULU HALDER, WIFE OF CHITTARANJAN HALDER, RESIDING AT E/19, PODDAR NAGAR -2,PO - JADAVPUR UNIVERSITY, PS - GOLF GREEN, KOLKATA -700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIRA HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 01/12/2023, THAT MIRA HALDER AND BULU HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Shiuli De D/o Santi Gopal Saha W/o Rahul Kumar De R/o Nandy Para Road, Surjya Kumar Modak Sweets, Chandannagar, VTC: Chandannagar (P), P.O.- Chandannagar, Dist.- Hooghly, Barasat, W.B., Pin-712136 shall henceforth be known as Shiuli De Saha. I declare that Shiuli De Saha and Shiuli De is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-02-2024.

Name Change

I, Kashmira Laskar (Old Name) D/o Badruddin Ali Molla W/o Moslem AliLaskar Residing at MemanpurSekh Para, Maheshtala (M), Vivekananda Pally, South 24 Parganas, W.B- 700139 ,India changed my name and shall henceforth be known as KashmiraBibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide Affidavit no-42/2024 Dated 29-02-2024. KashmiraLaskar (Old Name) and KashmiraBibi (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Eshrat Khatoon (পুরাতন নাম) স্বামী Md Wakil Khan ঠিকানা 84/1/8, Shekh Para Lane P.O.-Santragachi, P.S.- Chaterjee Hat, Dist.- Howrah, Pin-711104, W.B. কলকাতার নোটারি পাবলিক Dated 29-02-2024 এর Affidavit no. 41/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ishrat Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ishrat Khatoon (নতুন নাম) ও Eshrat Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,SUBHRA BHATTACHARYYA & SUBHRA BHATTACHARYA, D/O NIRMALENDU BHATTACHARJEE, W/O CHANCHAL GHOSH, R/O 3/175, JATIN DAS NAGAR, PO-BELGHORIA, PS-BELGHORIA, KAMARHATI, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHRA BHATTACHARJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT SUBHRA BHATTACHARYYA & SUBHRA BHATTACHARYA AND SUBHRA BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAZI SIRAJ HAMED, S/O LATE KAZI NIZIR AHMED, R/O KOYRA, KADAMBAGACHI, PS DUTTA PUKUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI SIRAJ AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT KAZI SIRAJ HAMED AND KAZI SIRAJ AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ARPITA DEY, D/O LATE AMIYA KUMAR PAL, W/O RAJIB DEY, R/O SATYAPIRTALA, SILBAGAN,PO-CHINSURAH,PS-CHINSURAH,DIST-HOOGHLY,PIN-712101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARPITA DEY PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT ARPITA DEY PAL AND ARPITA DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SUMONA HALDER & SUMANA MISHRA, D/O SAMARENDRA NATH HALDER, R/O 52, HIDARAM BANERJEE LANE,PO-BOWBAZAR, PS-MUCHIPARA, KOLKATA -700012,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024,THAT SUMONA HALDER & SUMANA MISHRA AND SUMANA HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LATIKA SUDHARANJAN BISWAS, W/O SUDHA RANJAN BISWAS, R/O VILL ANKHOLA, PO KUMRA KASHIPUR, HABRA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743271, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIKA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT LATIKA SUDHARANJAN BISWAS AND LATIKA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUDHARANJAN DHIRENDRANATH BISWAS, S/O DHIRENDRA NATH BISWAS, R/O VILL ANKHOLA, PO KUMRA KASHIPUR, HABRA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743271, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHA RANJAN BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT SUDHARANJAN DHIRENDRANATH BISWAS AND SUDHA RANJAN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANOHAR SHOW, S/O BHAGABAN SHAW, R/O 89/A/1, S.P. BANERJEE ROAD, PS BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700035, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOHAR SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT MANOHAR SHOW AND MANOHAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RAMESHWAR KAMAL CHANDA LAHA,SON OF KAMAL CHANDA SHASHI BHUSHAN LAHA @ KAMAL LAHA, RESIDING AT UTTAR JHAPARDAH RATH TALA,DOMJUR,HOWRAH-711405,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESHWAR LAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024.THAT RAMESHWAR KAMAL CHANDA LAHA AND RAMESHWAR LAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BASANTI SHOW, D/O BUNDILAL SHAW, R/O 89/A/1, S.P. BANERJEE ROAD, PS BARANAGAR, BARRACKPORE,PIN-700035, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASANTI SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT BASANTI SHOW AND BASANTI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Tapan Maitra (old name) S/O Late Harabilash Moitra, residing at Khudiram Nagar, Salua More, P.O.- R Gopalpur, P.S.- Airport, Dist- North 24 Pgs, Pin-700136, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tapan Moitra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Tapan Moitra (new name) and Tapan Maitra (old name) both are same identical person.

Name Change

I BHAGABAN SHOW, BHAGWAN SHAW, S/O SHOUTHI SHAW, R/O 89/A/1, S.P. BANERJEE ROAD, PS BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700035, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHAGABAN SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT BHAGABAN SHOW, BHAGWAN SHAW AND BHAGABAN SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Safikul Islam (old name) S/O Abdur Rahaman Molla, Presently residing at Vill- Sitalia, P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin-743291, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safikul Islam Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Safikul Islam Molla (new name) and Safikul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nitya Roy (old name) S/O Late Kanailal Ray, residing at VILL.- Chaipara, P.O.- Kunor, P.S.- Kaliyaganj, Uttar Dinajpur, Pin- 733129, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nityagopal Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Nityagopal Roy (new name) and Nitya Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sundar Banerjee (old name) S/O Ananta Kumar Banerjee, Residing at 47/9, Tegore Temple Road, P.O.- Shyamnagar, Bhatpara (M), Dist-North 24 Pgs, Pin- 743127, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sundar Kumar Banerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Sundar Kumar Banerjee (new name) and Sundar Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I ABHIMANYU KUMAR, S/O MADAN DAS, R/O 1/10, ATAL BEHARI BOSE LANE, PS NARKELDANGA, KOLKATA -700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHIMANYU KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT ABHIMANYU KUMAR DAS AND ABHIMANYU KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MD ABDUL MONTAKIM SIDDIQUE S/O MD ABDUL MOKTADER SIDDIQUE Presently residing at VILL&, P.O-FURFURA, P.S- JANGIPARA,DSIT-HOOGHLY,PIN-712706, West Bengal, India, My (Old name) ABDUL MONTAKIM SIDDIQUE S/O MD ABDUL MOKTADER SIDDIQUE have changed her name to (shall henceforth be known as) MD ABDUL MONTAKIM SIDDIQUE (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024.

Name Change

I ,MD ABDUL MOKTADER SIDDIQUE S/O ABDULLAHEL MARUF SIDDIQUE Presently residing at VILL&, P.O-FURFURA, P.S- JANGIPARA,DSIT-HOOGHLY,PIN-712706, West Bengal, India, My (Old name) ABDUL MOKTADER SIDDIQUE S/O ABDULLAHEL MARUF SIDDIQUE have changed her name to (shall henceforth be known as) MD ABDUL MOKTADER SIDDIQUE (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024.

Name Change

I SULTANA PARVIN, C/O SYED MUJIBER RAHAMAN, R/O AYMA, PAHARPUR, TARAKESWAR, HOOGHLY RURAL, PIN-712401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED SULTANA PARVIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/02/2024, THAT SULTANA PARVIN AND SYED SULTANA PARVIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sourav Singh resident of 7/H/6, Rustamagee Parsee Road, P.S-Cossipur, Kolkata-700002 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name SHRAVANA KUMAR SINGH instead of SHRAVANA SINGH, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 28/02/2024. SHRAVANA KUMAR SINGH and SHRAVANA SINGH both are same and one identical person.

শিশু খুনে হাওড়া আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা মা ও তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দেড় বছরের শিশুকে খুন এবং প্রমাণ লোপাটের দায়ে মা ও তার প্রেমিককে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক শিশুর মা হাসিনা সুলতানা এবং তার প্রেমিক ভাল্লু শা'কে এই দণ্ড দেন। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি রাতে হাসিনা ও ভাল্লু মিলে প্রথমে শিশুটিকে এক পাতা সেন্ট্রিজিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাওয়ায়। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে তাকে একাধিক আঘাত করা হয়। পরের দিন একটি ট্রাভেল ব্যাগে তার মৃতদেহ ভরে সেকেন্দ্রাবাদে দাঁড়ানো ফলকনামা এক্সপ্রেসের সিটের নিচে রেখে দেয়। পরে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হয় সেই শিশুটির দেহ। হাওড়া জিআরপি'র এই মামলায় মোট ১৫ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ সাক্ষীর তেলেগু ভাষী হওয়ায় দোভাষী নিয়োগ করে সাক্ষীদের বক্তব্য আদালতে নথিভুক্ত করা হয়। আট বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলায় অভিযুক্তদের ৩০২ / ২০১/ ৩৪ ধারায় মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার হয় সাজা ঘোষণা। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী ফিরোজ সরকার জানান, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসের এর পক্ষ থেকে মামলাটি লড়েছি। এই রায়ের বিষয় স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে জানানো হবে। সেখান থেকে হাইকোর্টে অ্যাপিল করা হবে। প্রসঙ্গত, প্রেমিকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় বাধার কারণেই দেড় বছরের শিশুকে খুন এবং প্রমাণ লোপাটের দায়ে মা সহ প্রেমিকের শাস্তি ঘোষণা করা হয় হাওড়া জেলা আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্টে। একই সঙ্গে ২ জনের ফাঁসির সাজা হাওড়ায় প্রথম। আদালত সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার টেনালি থানা এলাকার রাইস মিল কলোনিতে দেড় বছরের শিশুকে নিয়ে মা রশিদা বিবির কাছে থাকতেন হাসিনা সুলতানা। গর্ভবতী অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়া করে স্বামীকে নিয়ে মায়ের কাছে আসেন হাসিনা। ছেলে জিসানের জন্মের কিছুদিন পর অশান্তির জেরে স্বামী শেখ রিয়াজকে মায়ের বাড়ি থেকে বার করে দেন। হাসিনা এর পরে নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ছোটবেলার প্রেমিক ভাল্লু শা'র সঙ্গে। কিছুদিন পর কাউকে কিছু না জানিয়ে ২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদে পালিয়ে যান তারা। সেখানে বানজারা হিলস এলাকার একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মেয়ে এবং নাতির খোঁজ না পেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ পর রশিদা বিবি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করে পুলিশ। ২০১৬ সালের ২৪ জানুয়ারি হাওড়া স্টেশনে ফলকনামা এক্সপ্রেস আসার পর কামরা পরিষ্কার ও পরীক্ষার সময় রেল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে সিটের নিচে থাকা ব্যাগটি। সেই ব্যাগটি পরীক্ষা করতে গিয়ে গিয়ে নজরে আসে শিশুর দেহ। এরপর জিআরপির পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়। ময়নাতদন্তে জানা যায় শিশুটির শরীরে ১২ টির বেশি আঘাতের চিহ্ন আছে। তদন্ত চলাকালীন লুকআউট নোটিশ দেখে তদন্তের জন্য মৃত শিশুর ছবি নিয়ে টেনালি থানায় যায় তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেখান থেকে খুঁজে বার করা হয় শিশুর বাবা শেখ রিয়াজকে। তিনি শিশুটিকে তার ছেলে বলে সনাক্ত করেন। ইতিমধ্যে মৃত শিশুর মা হাসিনা তার মায়ের বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর পুলিশ তাকে জেরা শুরু করে। জেরায় তিনি দোষ স্বীকার করে নেন। এরপর গ্রেফতার করা হয় ভাল্লু'কে। পুলিশি জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে ছেলের কারণে নিজেদের মেলামেশায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই কারণে ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি রাতে হাসিনা ও ভাল্লু মিলে প্রথমে শিশুটিকে এক পাতা সেন্ট্রিজিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাওয়ায়। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে তাকে একাধিক আঘাত করা হয়। পরের দিন একটি ট্রাভেল ব্যাগে জিসানের মৃতদেহ ভরে সেকেন্দ্রাবাদে দাঁড়ানো ফলকনামা এক্সপ্রেসের সিটের নিচে রেখে দেয়। পরে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হয় সেই শিশুটির দেহ। পরে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসে হাসিনা। তদন্তকারী আধিকারিকরা সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনের ২৩ তারিখের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নিশ্চিত হন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ভাল্লু। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় সেন্ট্রিজিন ট্যাবলেট এর খালি পাতা। এরপর শুরু হয় বিচার পর্ব।

বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবারে দুয়ারে থানার মাধ্যমে সহায়তা কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশ এবার দুয়ারে। বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে, যেগুলি থানা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। সেই সব এলাকার মানুষের থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানো কষ্টকর। তাই এবার দূরবর্তী গ্রামে পুলিস নিজেই যাচ্ছে অভিযোগ নিতে, একইসঙ্গে সমস্যার সমাধানও বাতলাবে তাঁরা। সেখানে খোলা হচ্ছে পুলিস সহায়তা কেন্দ্র। গ্রামবাসীরা সেখানে নিজেদের অভাব- অভিযোগের কথা জানাতে পারছেন। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে বারুইপুর পুলিস জেলা আগেই এমন পরিকল্পনা নিয়েছিল। এবার তা বাস্তবায়নের দিকে আগালো উর্দি- প্রশাসনের। জানা গেছে, পুলিস সহায়তা কেন্দ্র বাড়তি নজর দেবে সাইবার প্রতারণার ঘটনায়। পাশাপাশি, সুন্দরবনের মৈপীঠ থেকে শুরু করে কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, সুন্দরবন ও ঝড়খালি উপকূল থানা এলাকার সহায়তা কেন্দ্র থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস রুখতে সচেতনতার বার্তা ও মাইকিং করা হবে। বারুইপুর পুলিস জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি বলেন, দূরবর্তী গ্রামে প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই সহায়তা কেন্দ্র বসবে। প্রতিটি অভিযোগ নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। বারুইপুর পুলিস জেলায় ১৭টি থানা রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি মহিলা থানা ক্যানিং ও বারুইপুর। প্রতিটি থানার যে কোনও একটি পঞ্চায়েত এলাকায় এই সহায়তা কেন্দ্র হবে। সমস্যা শোনার জন্য থাকবেন থানার আইসি বা ওসি, এসআই পদ মর্যাদার এক আধিকারিক। এমনকী এই সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন বারুইপুর পুলিস জেলার শীর্ষ আধিকারিকরাও। বারুইপুরের পুলিশ জেলার জয়নগর থানা এলাকার দুটি পঞ্চায়েত এলাকায় খোলা হয় সহায়তা কেন্দ্র। ছিলেন আইসি সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক। গ্রামের অনেক মহিলা সেখানে এসে অভিযোগ জানান। এছাড়াও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রবীণরা অভিযোগ জানাতে এলে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর পুলিশের এই সহায়তা কেন্দ্রে এসে খুশি এলাকার মানুষ।

রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় তিন বছর পর আবার খুলতে চলেছে রিষড়ার বন্ধ ওয়েলিংটন জুটমিল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ একসময় হুগলি নদীর দুই পাড় বরাবর গড়ে উঠেছিল সুবিশাল শিল্পাঞ্চল। যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাটশিল্প। কিন্তু কালের নিয়মে পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা বেশ খারাপ। একের পর এক জুটমিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে এবার উল্টো পথে হেঁটে এল খুশির খবর। রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় তিন বছর পর আবার খুলতে চলেছের রিষড়ার বন্ধ ওয়েলিংটন জুটমিল। আর্থিক সংকটের কারন দেখিয়ে ২০২১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। এবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে মিল কর্তৃপক্ষ, শ্রম দফতরের আধিকারিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ৫ মার্চ থেকে আবারও কাজ শুরু হবে ওয়েলিংটন জুটমিলে। প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন । পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অন্যান্য শ্রমিকরাও কাজে যোগ দেবেন সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বিষয়ে ওয়েলিংটন জুটমিলের এক শ্রমিক জানান, তাঁদের এখানে ১৬৮৬ জন শ্রমিক কাজ করেন। মিল বন্ধ থাকায় গত তিন বছর ধরে প্রতিটি পরিবার বহু কষ্ট সহ্য করে দিন কাটিয়েছে। মিল খুললে তাঁরা আবার কাজ পাবেন, তাই এলাকার সকলে খুশি। এই সিদ্ধান্তে খুশি মিলের আশেপাশের এলাকার দোকানদাররাও। তাঁদেরও ব্যবসা গত তিন বছর ধরে তেমন একটা হয়নি। মিল খুললে তাঁদেরও হাল ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিআইটিইউ নেতা সুমঙ্গল সিং জানান, প্রথমে দৈনিক ৩০ টন উৎপাদন হবে। পরে ধাপে ধাপে তা বেড়ে ১০০ টনে হবে।

তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রচুর পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার করল বীরভূমের দুটি থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধার হয় রামপুরহাট থানার কুতুবপুর গ্রামে এবং তারাপীঠ থানার বুধিগ্রামে। বুধিগ্রামের বারমল্লিকা গ্রামের মাঝে সেচ ক্যানেলের পাশে পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে দুটি প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি এবং একটি প্লাস্টিকের বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার করে তারাপীঠ থানার পুলিশ। অন্যদিকে রামপুরহাট থানার কুতুবপুর গ্রাম সংলগ্ন মাঠে একটি বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। এলাকার বাসিন্দারা মাঠে যাওয়ার সময় বোমা গুলি দেখতে পান। খবর পেয়ে দুই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাগুলি উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় সিআইডির বোম্ব স্কোয়াডে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দুটি জায়গায় ৪০ -৫০ টি বোমা মজুত রয়েছে। তবে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে সেখানে বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল । তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালিংপং থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ি গ্রাম! রয়েছে প্রকৃতির মায়াবি রূপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ যারা বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন তাদের জন্য নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত একটি ঘোরার জায়গা হল কালিম্পং এর নিকটে অবস্থিত বিদ্যাং ভ্যালি। ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি দুর্দান্ত বেড়াতে যাওয়ার স্থান। কালিম্পং থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই এলাকা। কালিম্পং থেকে অনায়াসে গাড়ি করে যাওয়া যায়। অপরদিকে শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি করে সহজেই চলে যাওয়া যায় এই দুর্দান্ত স্পটে। রয়েছে রেলি নদী, যা পর্যটকদের বরাবর আকর্ষণ করে এই নদী, মিলেছে তিস্তার সাথে। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ করে দেবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার মাধুর্য আলাদা। সারাদিনই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাবে। সব সময় এক অপরূপ মায়াবী পরিবেশ বিরাজ করে এখানে। নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের নেমে সেখান থেকে গাড়ি করে চলে যাওয়া যাবে কালিম্পং আর কালিম্পং থেকে গাড়ি ভাড়া করে বিদ্যাং ভ্যালি। তবে এখানে হোমস্টের সংখ্যা খুব কম মাত্র দুটি, তাই থাকতে হলে আগে থেকে বুক করে নেওয়া ভালো। সব মিলিয়ে প্রকৃতিকে মায়াবিভাবে পেতে হলে এই জায়গা হল সেরা ঠিকানা।

সংশোধনী নং.- ১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিআরডি-এলএমজি-২৫ অব ২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৫-০২-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-জেআইডি-ওএই চই -এমওডি১৬আর-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। **অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ** টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০২-২০২৪ -এর ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৩-০৩-২০২৪ -এর ১৫.০০ ঘণ্টা। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Haripal Sahadeb Gram Panchayat
Tender Reference No:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/SAHADEB/PRODHAN 109/2023-24
Memo No: 109/HSGP/2023-24
Dated: 27/02/2024

E-TENDER NOTICE

For and on behalf of the Haripal Sahadeb Gram Panchayat, The Prodhan invites Sealed percentage rate tenders for total **4(Four)** No. different works. Documents download/ sell (online) starting from **28.02.2024 15:00 Hours**. Last date of submission of Bid(online): **06.03.2024 up to 12:00** Hrs. Date of Opening of Bid(online): **07.03.2024 at 12:00 Hrs**. For details please visit office of the undersigned or **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Haripal Sahadeb Gram Panchyat

আত্মঘাতী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা নাগাদ শহর বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকা থেকে ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। মৃত ছাত্রের নাম তৌশিফ মন্ডল (১৮), তার বাড়ি রায়না থানার নতু গ্রামে। সে বর্ধমান শহরের বিদ্যার্থী ভবন বয়েজ হাই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করত। পড়াশোনার সূত্রে সে বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকায .একটি ভাড়া ঘরে থাকতো। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল তৌশিফ এবং বর্ধমান টাউন স্কুলে তার সিট পড়েছিল। বুধবার অংক পরীক্ষা তার ভালো হয়নি। সেই মানসিক অবসাদে ভাড়া বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। বর্ধমান থানার পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও ময়য়াতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠায় মৃতদেহ।

হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসককে ঘিরে ফের ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশককে ঘিরে ফের ক্ষোভ। হাওড়ার ক্রিসমাস কার্নিভালের পর ফের বিধায়ককে অনুষ্ঠানে না ডাকায় ক্ষোভ শিবপুরের 'বিধায়ক অনুগামী'দের বিরুদ্ধে। হাওড়ার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসে পুরনিগমের নিকাশির কাজের একটি অনুষ্ঠানেই পুর মুখ্য প্রশাসককে ঘিরে ক্ষোভের অভিযোগ উঠেছে। মুখ্য প্রশাসকের অবশ্য দাবি এটি কোনও বড় অনুষ্ঠান ছিলনা। তাই বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কিন্তু বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। এর আগে কার্নিভালে মন্ত্রীর সাথে পুর প্রশাসকের দ্বন্দ্বে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এদিন পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এখানে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ চলছিল। প্রতি বছরই নর্দমা পরিষ্কারের কাজ হয়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নর্দমা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এটা কোনও বড় অনুষ্ঠান নয়। এটা কর্পোরেশনের রুটিন ওয়ার্ক। এই রুটিন ওয়ার্ক আমরা গোটা হাওড়া জুড়ে সারা বছর ধরে করি। কারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তা আমার জানা নেই। বিক্ষোভকারীরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। যখন কোনও বড় অনুষ্ঠান হয় তখন বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নর্দমা পরিষ্কারের কাজ হলে একটা বিধানসভা এলাকার মানুষ সুবিধে পাবেন তা নয়, অন্যান্য বিধানসভা এলাকা মানুষও এর সুবিধা পাবেন। সব থেকে বেশি সুবিধা পাবে মধ্য হাওড়া। হয়তো ওনারা বুঝতে কিছু ভুল করেছেন। এ ব্যাপারে আমি কমিশনারকে বলেছি ওই এলাকার বিধায়ককে এই কাজের ব্যাপারে যেন জানিয়ে দেন। তবে কাজ কারও জন্য আটকে থাকে না। তবে, এদিনের ঘটনায় বিধায়কের তরফে কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

কনস্টেবলের মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বুধবার রাতে। সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অস্ত্রাগারের সামনে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন এক পুলিশ কনস্টেবল। মৃত কনস্টেবলের নাম জয়ন্ত সরকার। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঘটনাস্থলে রয়েছে আলিপুর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত জয়ন্তের বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। তিনি নদীয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা। তিনি কমব্যাট ফোর্সের জওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জানা গেছে, বুধবার কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে তাঁর ডিউটি ছিল। বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ডিউটি করেছেন। এরপর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ফিরে আসেন তিনি। রাতে অস্ত্রাগারের সামনে থেকে গুলির আওয়াজ পেয়ে সকলে ছুটে যান। দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন জয়ন্ত। হাতে তাঁরই সার্ভিস রিভলবার। অনুমান, ডিউটি করে ফিরেই নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তদন্তে পুলিশ।

সাইবার ক্রাইম নিয়ে থানায় এক্সপার্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ছে সাইবার ক্রাইম প্রতারণা। অজানা মোবাইল ফোন নম্বর থেকে বহু মানুষ ভিন্ন ভাবে প্রতারণার স্বীকার হচ্ছেন ব্যাঙ্ক থেকে সোনার দোকানে। দ্বারস্থ হচ্ছেন পুলিশের। দরকার সচেতনতা। বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম থানার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার মৃন্ময় গাঙ্গুলি নববারাকপুর থানার তরুণ লেডি কনস্টেবল, কম্পিউটার অপারেটরদের সাইবার ক্রাইম নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল থানার ঘরে। মূলতঃ পুরনো জমে থাকা বহু পেন্ডিং কেসে তদন্তের গতি আনার জন্য প্রত্যেক কেসের নির্বিশেষে আলোচনা ও মতামত নেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি সাইবার প্রতারণার স্বীকার হলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের কি কি করনীয় আছে সেই বিষয়ে দুজন মহিলা পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সুফল পাওয়া যাবে বলে জানান থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য ।

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রক্রিয়াকরণের ত্বরান্বিত করার কেন্দ্র
কর্পোরেট প্রস্থান (সি-পেস)
আইআইসিএ বিল্ডিং, ৭ম তল,
প্লট পি-৬,৭,৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার,
গুরগাঁও, হরিয়ানা-১২২০৫০
ইমেল-roc.cpace@mcd.gov.in

ফর্ম নং এসটিকে-৬
জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

[কোম্পানী আইন, ২০১৩ এবং বিধির ধারা ২৪৮ এর উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৪) অনুসারে কোম্পানির ৭ (কোম্পানীর রেজিস্টার থেকে কোম্পানির নাম অপসারণ) বিধিমালা, ২০১৬]

পাবলিক নোটিশ নং. আরওসি/সি-পেস/এসটিকে-২/২৪৮(২)১০১৭ **তারিখ-১৪.০২.২০২৪**

তথ্যসূত্র

(১) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৪৮ এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ২৭টি কোম্পানির নাম স্ট্রাইক বা অপসারণের ক্ষেত্রে-

ক্রম নং.	কাজের আইটেম	সিআইএন	কোম্পানির নাম
১	এএ৬৫৬৯১৩১	ইউ৬৩০৯০ডব্লুবি১৯৮৭পিটিসি০৪২১৭৮	ফেয়ারওয়ে ক্যারিয়ারস অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
২	এএ৬৭৫৪৩৩৮	ইউ৪৫২০১ডব্লুবি১৯৯৭পিটিসি০৮২৯১১	সুভম নির্মান প্রাইভেট লিমিটেড
৩	এএ৬৭১৪৮৮১	ইউ৫১৯০৯ডব্লুবি২০০৭পিটিসি১১৮৭৫১	আশা ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড
৪	এএ৬৭১৪৭৭৬	ইউ৪৫৪০০ডব্লুবি২০০৯পিটিসি১৩২০১৯	সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
৫	এএ৬৭৩৫৭৯৭	ইউ১৮১০৯ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৪৫৮২৮	স্বয়ম ক্রিয়েশন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬	এএ৬৬৭২৫৩১	ইউ২২২২২ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৫০১৫৫	মিথিলা সামাদ প্রাইভেট লিমিটেড
৭	এএ৬৫৪৭০৬৯	ইউ৪০১০১ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৫২৫৩১	ইডিসিএল - সেপ্পা বিয়ং হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রাইভেট লিমিটেড
৮	এএ৬৫৪৩৪৭৩	ইউ৪০১০১ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৫২৫৩৪	ইডিসিএল - সেপ্পা জং পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
৯	এএ৬৫৪৩৯৪৪	ইউ৪০১০১ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৫২৫২৮	ইডিসিএল - তাওয়াং পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১০	এএ৬৫৪৩৬২০	ইউ৪০১০৩ডব্লুবি২০১০পিটিসি১৫২৫৩২	ইডিসিএল - সেপ্পা কাওয়া পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১১	এএ৬৭০৬০৬৭	ইউ৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০১২পিটিসি১৮১১০৩	জেইসি ভালভ প্রাইভেট লিমিটেড
১২	এএ৬৬২৭৬৭৮	ইউ৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০১১পিটিসি১৬৮৮৩২	অমেন্টো কটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
১৩	এএ৬৬৬৬১৯৮	ইউ২৪৩০৪ডব্লুবি২০১৮০পিটিসি২২৬১৯২	আরডিক্স ফার্মাসিউটিক্যালস (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড
১৪	এএ৬৬৪০৩৩০	ইউ৫৫১০১ডব্লুবি২০১৮পিটিসি২২৮৬০৮	নিউ-দিঘা স্বদেশ হোটেল এবং রিসর্ট প্রাইভেট লিমিটেড
১৫	এএ৬৬৬২২৩৪	ইউ৪০৩০০ডব্লুবি২০১৯পিটিসি২৩৪১২৪	বায়ো পিলার প্রাইভেট লিমিটেড
১৬	এএ৬৭৭২৬৯৩	ইউ৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০২০পিটিসি২৩৯৯২৮	স্ক্যানার সিকিউরিটি প্রাইভেট লিমিটেড
১৭	এএ৬৬৬২২৮৪	ইউ৭২৯০০ডব্লুবি২০২০পিটিসি২৩৯১৮১	কেসমিটেক প্রাইভেট লিমিটেড
১৮	এএ৬৭৩৭৫৫১	ইউ৭২৯০০ডব্লুবি২০২১পিটিসি২৪২৯৩৪	এন্টেট ডিজাইন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৯	এএ৬০৩৪৭৪০	ইউ৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০২১০পিটিসি২৪৮৮৮৩	এমজি ডেজিগকন (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড
২০	এএ৬৬১৮৬২৮	ইউ৬৫৯৯০ডব্লুবি২০২১পিটিসি২৪৬৯৭৩	এনাবেলক্যাপ ইনভেসমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২১	এএ৬৭০০২১৯	ইউ২০২৯৯ডব্লুবি২০২২পিটিসি২৫৫৭৫৫	বিশ্বাস টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড
২২	এএ৬৫৯৬৪০৭	ইউ৮৫১০০ডব্লুবি২০২১পিটিসি২৫০০১১	নোবেল আরোগ্য হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
২৩	এএ৬৭৫৭৬৪৩	ইউ৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০২২পিটিসি২৫৪৯৬৭	১এমএম ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড
২৪	এএ৬৭৫৯৭৫৬	ইউ৯৫২৯৩ডব্লুবি২০২৩পিটিসি২৬২২৮২	ত্রিশিকা লাক্সারি প্রাইভেট লিমিটেড
২৫	এএ৬৭৭৪৫৯৮	ইউ৬৮২০০ডব্লুবি২০২৩পিটিসি২৬৩০৮৮	ত্রিশিকা রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড
২৬	এএ৬৭৬৪৯৪৯	ইউ৭৩১০০ডব্লুবি২০২৩পিটিসি২৬৩৪৪৪	ফাজি ফ্রিজি মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
২৭	এএ৬৬৬২৭৪৭	ইউ৫১১০৯ডব্লুবি২০০৮পিটিসি১২৪০৫৪	রোজভ্যালি ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড

(২)। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির নিবন্ধক কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৪৮(২) এর অধীনে উল্লিখিত কোম্পানিগুলির কাছ থেকে কোম্পানির রেজিস্টার থেকে তার / তাদের নাম (গুলি) অপসারণের জন্য আবেদনগুলি পেয়েছেন যে কারণে তারা তাদের নিগম হওয়ার এক বছরের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে বা এই ভিত্তিতে যে কোম্পানি(গুলি) কোনো ব্যবসা বা কার্যক্রম পরিচালনা করছে না / করছে না অবিলম্বে আগের দুই আর্থিক বছরের জন্য এবং কোনো আবেদন করেনি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৫৫ এর অধীনে একটি সুপ্ত কোম্পানির মর্যাদা পাওয়ার জন্য এই সময়ের মধ্যে বা কোম্পানি(গুলি) স্মারকলিপিতে নিষ্ক্রিয় কোম্পানি / গ্রাহকদের মর্যাদা পেয়েছে একটি কোম্পানির অন্তর্ভুক্তির সময় অর্থ প্রদান এবং ধারা ১০এ-এর উপধারা (১) এর অধীনে কোম্পানির অন্তর্ভুক্তির একশত আশি দিনের মধ্যে এই বিষয়ে একটি ঘোষণা দাখিল করা হয়নি / কোন ব্যবসা বা ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে না, যা পরে প্রকাশ করা হয়েছে ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৯) এর অধীনে শারীরিক যাচাই করা হয়েছে, কিন্তু এটি / তারা কোম্পানি হিসাবে এটি / তাদের নিবন্ধন চালিয়ে যেতে চায় না এবং তাই, রেজিস্টার থেকে এর / তাদের নাম অপসারণ / স্ট্রাইক করার জন্য অনুরোধ করেছে কোম্পানির।

(৩) তদনুসারে, কোম্পানির নিবন্ধক কোম্পানির রেজিস্টার থেকে উপরে উল্লিখিত কোম্পানিগুলির নাম অপসারণ বা স্ট্রাইক করার প্রস্তাব করেন।

(৪) প্রস্তাবিত কোম্পানির রেজিস্টার থেকে কোম্পানির নাম অপসারণ বা স্ট্রাইক করার বিষয়ে আপত্তি করে এমন কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত অফিসের ঠিকানায় তার আপত্তি পাঠাতে পারেন।

হরিহর সাহু
(রেজিস্টার)
প্রক্রিয়াকরণের ত্বরান্বিত করার কেন্দ্র কর্পোরেট প্রস্থান

cbc 07123/11/0459/2324

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/060/23-24
Name of work **: Maint. of Road by laying Hot-Mix at Balaka near H/O Dolilur Rahaman in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,61,291.13.** Earnest Money **: Rs.9,300.00.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/061/23-24
Name of work **: Restoration of C.C. Road at Krishnanagar near Pre.No.48/96 in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,83,631.36.** Earnest Money **: Rs.9,700.00.**

3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/050/23-24
Name of work **: Const. of U/G Sewer at Bye Lane of Jaigirghat Road near Pre.No.972 in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,91,825.03.** Earnest Money **: Rs.9,900.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.1 to 3).**

4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/055/23-24
Name of work **: Const. of Road with C.Conc. at Nazrul Sarani Bye Lane near Pre.No.23/31/6/4 in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,75,452.12.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.**

5. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/054/23-24
Name of work **: Const. of U.G. Sewer at Mukunda Das Pally near Pre.No.283-A in Ward No.124.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,02,013.62.** Earnest Money **: Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 25 Days (for Sl.No.4 & 5).** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.03.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The Tender will be opened on **11.03.2024 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **01.03.2024 at 12 noon (for Sl.No 1 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (C), Br.-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/34/2023-2024
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath disturbed by PU Agency (JIO Digital) at K.C. Sen st. (Near PNB) in Ward No.037 under Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,62,142.44.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/25/2023-2024
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath disturbed by PU Agency (JIO Digital) at 297/1 A.P.C. Road in Ward No.36 under Br.-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,18,810.29.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/38/2023-2024
Name of work **: Repairing of sewer line (Damaged due to W/S Deptt.) from 10B to 6 Patwar Bagan Lane in Ward No.037.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,83,058.61.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.2 & 3).**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/48/2023-2024/BUSTEE
Name of work **: Repairing and maintenance of some Bustee Passages at Chata Walla Gully, Phears Lane Bustee etc. in Ward No.44.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,30,239.87.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 13.03.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).** Date and Time of opening of Tender **: 15.03.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **01.03.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/98/23-24/BUSTEE
Name of work **: Installation of Uttaran Signage Board at Entry Point of each Bustee Location at different places under Br.-XII.** Estimated Cost **: Rs.2,97,831.25.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 11.03.2024 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid **: 13.03.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.03.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C), Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE-III/031/31/23-24 (1st Call)
Name of work **: Repairing of IPS and Concrete Passage and Footpath at 95 N.M. Road 20, 21, 22 Motilal Basak Lane, S.K. Daw Lane and different location in Ward No.031.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,97,913.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 120 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE-III/29/B9/23-24 (1st Call)
Name of work **: Repairing of Bustee Sanitary Latrine at 46/H/15, Canal East Road, 247/H/1 M.M.Road, 6/H/4 Kasai Bustee 1st Lane and other different places in Ward No.29.** Estimated Cost **: Rs.2,93,235.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE-III/13/B10/23-24 (1st Call)
Name of work **: Fabrication and Erection of Uttaran Signage at Entry Point of each of the Bustee Location in Ward No.13.** Estimated Cost **: Rs.4,64,907.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**

4. NIT No. : KMC/EE-III/32/B14/23-24 (1st Call)
Name of work **: Fabrication and Erection of Uttaran Signage at Entry Point of each of the Bustee Location in Ward No.32.** Estimated Cost **: Rs.4,47,689.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No. 3 & 4).** Last Date and Time of submission of Bid **: 11.03.2024 upto 12 noon (for Sl.No.1) and 09.03.2024 upto 12 noon (for Sl.No. 2 to 4).** Date and Time of opening of Bid **: 13.03.2024 after 12 noon (for Sl.No.1) and 11.03.2024 on or after 12 noon (for Sl.No. 2 to 4).** The bid forms and other details shall be available on and from **04.03.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 01.03.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 2 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

1509 / 23-24

ধরমশালায় ফিরছেন বুমরা

পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় টিমে বিরাট চমক!

মুম্বই, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ সপ্তাহখানেক পর ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে নামবেন রোহিত শর্মারা। রাঁচি টেস্ট শেষ হওয়ার পর থেকে ক্রিকেট মহলে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। এক, সিরিজের শেষ তথা পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ফিরতে পারেন বিরাট কোহলি। দুই, ধরমশালায় জসপ্রীত বুমরার ফেরার কথা শোনা যাচ্ছিল। রাঁচি টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বুমরাকে। তিন, কোহলি-বুমরার সঙ্গে লোকেশ রাহুলের পঞ্চম টেস্টে ফেরা নিয়েও আশা ছিল ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের। এই তিন বিষয় গত কয়েকদিন ছিল হট টপিক। আজ, বৃহস্পতিবার বোর্ডের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের জন্য ভারতের আপডেটেট স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে রয়েছে বিরাট চমক। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ধরমশালায় হতে চলা পঞ্চম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল। বোর্ডের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে লন্ডনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনাও চলছে। প্রত্যাশামতো জসপ্রীত বুমরার ধরমশালা টেস্টে ফেরার কথা জানিয়েছে বোর্ড। বিরাট কোহলি

দেশের মাটিতে হওয়া পুরো ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ মিস করলেন। শুরুর দিকে পারিবারিক কারণ জানিয়ে তিনি প্রথম ২টো টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান। বোর্ড কোহলির সিদ্ধান্ততে সমর্থন করেছিল। পরবর্তীতে বোর্ডের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় পুরো ইংল্যান্ড সিরিজেই নেই বিরাট। এরপরও কোহলির অনুরাগীরা ভাবছিলেন ধরমশালায় ফিরবেন তিনি। কারণ ২০ ফেব্রুয়ারি বিরাট ও তাঁর স্ত্রী, বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মা জানান তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সুখবর। বিরুস্কার ছেলে অকায়ের জন্ম হয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারি। ভারতের পঞ্চম টেস্ট ৭ মার্চ। ফলে শেষ টেস্টে বিরাট যে খেলতে পারেন, এমনটা ভাবছিলেন কোহলির একাধিক অনুরাগী। বর্তমানে তিনি লন্ডনে রয়েছেন। অনেকেই বলছেন, কোহলি চাইলে হয়তো শেষ টেস্টে টিমে ফিরতে পারতেন। বিসিসিআই জানিয়েছে, রঞ্জি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর হয়ে সেমিফাইনাল খেলার জন্য ওয়াশিংটন সুন্দরকে স্কোয়াড থেকে রিলিজ করা হয়েছে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২ মার্চ থেকে শুরু হবে তামিলনাড়ুর সেমিফাইনাল। ওই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় টিমের প্রয়োজন পড়লে সুন্দর আবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের জন্য ভারতের আপডেটেট স্কোয়াড- রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), জসপ্রীত বুমরা (সহ অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, রজত পাতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), কেএস ভরত (উইকেটকিপার), দেবদত্ত পাড়িক্কাল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ।

ধরমশালায় ফের মাইলফলকের সামনে অশ্বিন, ইংল্যান্ডেরও থাকছে প্রাপ্তি

মুম্বই, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ ধামাকাদার হতে চলেছে ধরমশালা টেস্ট। ভারতীয় টিমের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট শ্রেফ নিয়মরক্ষার। কিন্তু রোহিত অ্যান্ড কোং সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জিততে চায়। আজ, বৃহস্পতিবার বোর্ডের পক্ষ থেকে ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্টের জন্য আপডেটেট স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যাশামতো ধরমশালা টেস্টের জন্য ভারতীয় টিমে ফিরেছেন জসপ্রীত বুমরা। তিনি ফেরায় ভারতের বোলিং বিভাগ আরও শক্তিশালী হল। আর লোকেশ রাহুলকে নিয়ে যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা-ই সত্যি হয়েছে। পঞ্চম টেস্টেও রাহুলের খেলা হচ্ছে না। চলতি ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের সিনিয়র স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। এ বার ধরমশালায় ফের মাইলফলকের সামনে অশ্বিন। একইসঙ্গে ইংল্যান্ডের থাকছে প্রাপ্তি। ধরমশালায় কেরিয়ারের শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবেন ভারতীয় সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর সঙ্গে ইংল্যান্ড টিমের জনি বেয়ারস্টোও একই মাইলফলক গড়তে চলেছেন। অর্থাৎ ধরমশালায় ফের ডাবল ধামাকা দেখা যাবে। এই সিরিজে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন বেন স্টোকস রাজকোটে তাঁর কেরিয়ারের ১০০তম টেস্টে খেলেছিলেন। রাজকোট টেস্টের মাঝে মায়ের অসুস্থতার কারণে বাড়ি ফিরেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ওই টেস্ট শেষ হওয়ার আগে আবার অশ্বিন টিমে ফিরেছিলেন। টিমের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সকলে। দেশের হয়ে এখনও অবধি অশ্বিন যে ৯৯টি টেস্টে খেলেছেন তাতে নিয়েছেন ৫০৭টি উইকেট। মোট ২৪ বার নিয়েছেন ৪টি উইকেট। আর ফাইফার নিয়েছেন ৩৫ বার। এবং ১০ উইকেট নিয়েছেন ৮ বার। এ বার দেখার শততম টেস্ট তিনি কী ভাবে রাঙিয়ে রাখেন।

মেসি ধ্বনি শুনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি!

এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ রোনাল্ডো, সঙ্গে জরিমানা

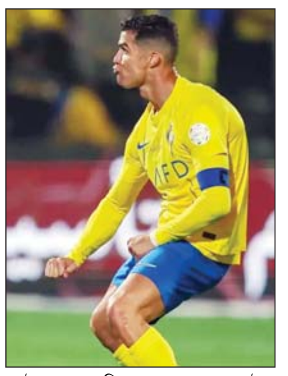

রিয়াধ, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্প্রতি সৌদি প্রো লিগের এক ম্যাচের শেষে মেজাজ হারিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেই সময় শোনা গিয়েছিল, এমন কাণ্ড ঘটিয়ে নির্বাসিত হতে পারেন রোনাল্ডো। এ বার সত্যিই বিরাট বিপাকে পড়লেন পর্তুগিজ তারকা। আসলে কয়েকদিন আগে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল শাবাবের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে আল নাসের। সেই জয়ের দিন রোনাল্ডোকে উদ্দেশ্য করে গ্যালারি থেকে দর্শকরা 'মেসি মেসি' স্লোগান দিচ্ছিলেন। আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির নামে সেই ধ্বনি শুনে মেজাজ হারিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন সিআর সেভেন। আল নাসেরের ক্যাপ্টেনের তার জন্য এ বার বড় শাস্তি হল। আল নাসেরের পরবর্তী ম্যাচে রোনাল্ডোকে খেলতে দেখা যাবে না। আর্থিক জরিমানা সহ এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁকে সৌদি ফুটবল ফেডারেশনকে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার মতো) জরিমানা দিতে হবে। পাশাপাশি রোনাল্ডোকে আল শাবাব ক্লাবকে ২০ হাজার সৌদি রিয়াল (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার মতো) দিতে হবে। সৌদি ফুটবল ফেডারেশন যে এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবে তেমনটা আগেই জানা গিয়েছিল। এবং এটাও ঠিক ছিল যে রোনাল্ডো দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি পাবেন। হলও তেমনটাই। কমিটির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আপিল করা যাবে না। ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো এর আগেও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে সমালোচিত হয়েছিলেন। গত বছরের এপ্রিলে একইরকম ভাবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন রোনাল্ডো। আল হিলালের বিরুদ্ধে আল নাসের সেই ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে হেরেছিল। তারপর ডাগআউটের দিকে ফেরার পথে রোনাল্ডো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন।

'জানি, তোমরা পারবে', শ্রেয়স-ঈশানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন শাস্ত্রী

মুম্বই, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ আগেই সতর্ক করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাতেও টনক নড়েনি। শেষ পর্যন্ত তাই হল, যার প্রত্যাশা ছিল। বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন দুই ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষাণ। দু'জনেরই অপরাধ এক, লাল বলের ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেননি। বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও রঞ্জি খেলতে রাজি হননি ঈশান। আর শ্রেয়স, ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। আর তার ফল ভুগতে হল। বোর্ডের সেন্ট্রাল চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন দুই ক্রিকেটার। শ্রেয়স ছিলেন গ্রেড বি-তে, আর ঈশান সি-তে। প্রশ্ন থাকছে, এঁরা কি ভারতীয় টিম থেকেও বাদ পড়ে গেলেন? রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তন কিন্তু সাহস জুগিয়েছেন দুই ক্রিকেটারকে। শ্রেয়স আর ঈশানকে অনেক দিনই চেনেন শাস্ত্রী। তাঁদের প্রতিভা, তাগিদ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। দুই ক্রিকেটারকে বোর্ডের চুক্তি থেকে ছাঁটাইয়ের পর যে কারণে শাস্ত্রীও নিশ্চিত, লড়াই করে এঁরা ফিরবেন টিমে। খুব শিগিরিরই। সোশ্যাল মিডিয়ায় শাস্ত্রী স্পষ্ট লিখেছেন, 'ক্রিকেটের মতো খেলায় কামব্যাকের মধ্যে দিয়েই

বোঝায় ক্রিকেটারের স্পিরিট। মাথা উঁচু করো শ্রেয়স, ঈশান। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হও। আর প্রবল ভাবে ফিরে এসো। তোমাদের অতীতের পারফরম্যান্স বলে দেবে সবটা। আমার কোনও সন্দেহ নেই, তোমরা আবার তোমাদের জায়গা জিতে নিতে পারবে।' কোচিং ছাড়লেও ভারতীয় ক্রিকেটে রবি শাস্ত্রী কোচের সম্মানই পেয়ে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা এই উদ্দীপক কথা নিশ্চিত ভাবেই তাতিয়ে দেবে শ্রেয়স-ঈশানকে। কিন্তু পরিস্থিতি যে বেশ কঠিন এবং জটিল, তা ভালোই জানেন। ভারতীয় টিমে পুরনো জায়গা ফিরে পেতে হলে শুধু ভালো খেললে চলবে না, ছাপিয়ে যেতে হবে অন্যদেরও।

শ্রেয়সরা দোষী হলে হার্দিক কেন ছাড় পাবেন? প্রশ্ন তুলে দিলেন এক প্রাক্তন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মৌচাকে ঢিল মারবে কে? কিংবা ব্যবহার করা যেতে পারে বহু চর্চায় ক্লিশে হয়ে যাওয়া সেই প্রবাদ, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? লাল বলকে গুরুত্ব না দিলে শাস্তি পেতে হতে পারে, এই ফতোয়া না হয় মেনে নেওয়া গেল। টেস্ট টিমে না থাকলে রঞ্জি ক্রিকেট খেলতেই হবে, তাও না হয় হজম হল। জোড়া দোষে দুষ্ট দুই ক্রিকেটার বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন, বাড়াবাড়ি রকমের সিদ্ধান্ত হলেও মেনে নিতে হল। কিন্তু একই অপরাধে দু'জনের যদি কড়া শাস্তি হয়, আর একজনের গলায় ফুলের মালা চড়ানো হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা কেন দিচ্ছেন না, জাতীয় জিজ্ঞাসা হয়ে উঠতে পারে। হবে নাই বা কেন? টেস্ট না খেললে রঞ্জি খেলা যদি নিয়ম হয়, ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টি না থাকলে সাদা বলের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন না কেন হার্দিক? তিনি কি নিয়মের উর্ধ্বে? আর কেউ নন, এই প্রশ্ন তুলে দিলেন ইরফান পাঠান। হার্দিক পান্ডিয়া লাল বলের ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী নন, সেটা বোর্ডকে অনেক আগেই বলে দিয়েছেন। যে কারণে তিনি রঞ্জিতেও খেলেন না বরোদার হয়ে। কিন্তু ভারতের হয়ে ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টি যখন খেলেন না, তখন ঘরোয়া ক্রিকেটে সাদা বলের ক্রিকেট ম্যাচে তাঁকে দেখা যায় না কেন? খুবই যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। যা ইরফানের মতো সাহসী প্রাক্তন ক্রিকেটার করেছেন। তিনি ভালো

করেই জানেন, এতে বোর্ড তাঁর উপর চটবে। ধারাভাষ্যকার হিসেবে হয়তো কাজ কমে যেতে পারে। তাও তিনি সত্যি কথা বলতে পিছ-পা হননি। ইনসুইং ইয়র্কারের মতোই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ইরফানের। বলেছেন, ''যদি হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটাররা লাল বলের ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী না হয়, তা হলে জাতীয় টিমের খেলা না থাকলে সাদা বলের ঘরোয়া ক্রিকেটে তাদের খেলা উচিত? যদি একই নিয়ম অন্যদের ক্ষেত্রে বলবৎ না হয়, তা হলে ভারতীয় ক্রিকেট কিন্তু কাঙ্খিত সাফল্য কখনওই পাবে না।'' আশ্চর্যের কথা হল, ক্রিকেটার অনুযায়ী বোর্ডের এক-এক রকমের নিয়ম অতীতেও বহুবার দেখা গিয়েছে। হার্দিকের ক্ষেত্রে তাই নিয়ম এক রকম। তাঁর চোট না সারলেও বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ ঠিক পেয়ে যান। তাঁর জন্য টিম ডুবলেও দায়ী করা হয় না। অথচ, ঈশানের মানসিক কারণে ক্রিকেট থেকে ছুটি নিতে চাইলেও তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর হয়ে যায়। শ্রেয়স রানের মধ্যে নেই, তাই তাঁকে বলা যায়, রঞ্জি খেলতেই হবে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। ফিটও হয়েছেন অনেক দিন। তাঁকে সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে বাধ্য করা হয়নি কেন? বোর্ড কি নীরবতা ভাঙবে?

বালুচিস্তানে ক্যানসার হাসপাতাল গড়তে চান স্কোয়াশ তারকা

নিউ ইয়র্ক, ২৯ ফেব্রুয়াঃ কটা সুরক্ষিত বনাম চ্যালেঞ্জিং জীবন। দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই বেছে নেওয়ার কথা ভেবেছেন আব্দুল মালিক। অন্য কোনও খেলা নয়, বেছে নিয়েছেন স্কোয়াশ। সারা বিশ্বে যে খুব জনপ্রিয় খেলা তা নয়, তবে তাঁর ভালোবাসা এই খেলাই। একটা সময় স্কোয়াশে পাকিস্তানের দারুণ সাফল্য ছিল। জাহাঙ্গির খান, জানিসার খান এবং হাসিম খানের মতো তারকা স্কোয়াশ প্লেয়ার পাকিস্তানের। তাঁদের মতোই হওয়ার স্বপ্ন আব্দুল মালিক খানের। তাঁর আরও একটা স্বপ্ন রয়েছে। একটি ক্যানসার হাসপাতাল গড়তে চান। যেখানে বিনামূল্য চিকিৎসা হবে। পাকিস্তানের তরুণ স্কোয়াশ প্লেয়ার। যদিও নিজের দেশে থাকেন না। মাত্র ১০ বছর বয়সেই জাতীয় স্তরের স্কোয়াশ প্লেয়ার হয়ে ওঠেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাকাউন্টস নিয়ে পড়ছেন। খুব তাড়াতাড়ি মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পূর্ণ হবে। খেলার পথে যে বাধা আসবে, সেটা জেনেও স্কোয়াশই বেছে নিয়েছিলেন। আর এই খেলাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যেতে চান। ১০ বছরে জাতীয় স্তরের স্কোয়াশ প্লেয়ার হওয়া থেকে এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পান। ২০১৭ সালে এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপেও ব্রোঞ্জ। সে বছরই বিশ্ব জুনিয়র প্লেট গোল্ড মেডালিস্ট। ২০১৮ সালে পাকিস্তানের এক নম্বর জুনিয়র প্লেয়ার হন। পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে মালিক বলছেন, ''আমেরিকায় রয়েছি। এখানে একটা ভালো চাকরি জোগার করা আমার কাছে খুব সহজ। তবে স্কোয়াশের প্রতি ভালোবাসা কমবে না।'' শুধু খেলার মাধ্যমেই পরিচিত হতে চান না। তাঁর আরও একটা বড় স্বপ্ন রয়েছে। সাক্ষাৎকারে সেই কথাই তুলে ধরেছেন। মালিকের কথায়, ''বালুচিস্তানে একটি ক্যানসার হাসপাতাল গড়তে চাই। প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে সমস্যায় পড়েন তাঁরা। এমন হাসপাতাল গড়ব যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা হবে।'' পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বালুচিস্তান, কোয়েটায় ৫ হাজারের বেশি ক্যানসার আক্রান্ত রয়েছে। সেখানে একটিই হাসপাতাল। সেকারণেই এই ভাবনা মালিকের।

রাঁচি বিমানবন্দরের গেটে রবিনের বাবার সঙ্গে দেখা, কী বললেন শুভমন?

রাঁচি, ২৯ ফেব্রুয়ারিঃ দিল জিত লিয়া গিল (যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, হৃদয় জিতলেন গিল) সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার নেটিজেনরা এ কথা বলছেন। কারণ কী? আসলে রাঁচির বিমানবন্দরে সম্প্রতি রবিন মিঞ্জের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুভমন গিলের। রবিন মিঞ্জ নামটার সঙ্গে গত বছরের আইপিএল নিলামের পর থেকে ক্রিকেট প্রেমীরা পরিচিত। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার রবিন মিঞ্জ।

দুবাইতে হওয়া আইপিএল ২০২৪ এর মিনি নিলামে ৩.৬ কোটি টাকায় রবিন মিঞ্জকে নিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। তাঁর বাবা রাঁচির বিমানবন্দরে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে এ বার দেখা হয়েছে গুজরাটের নতুন ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের। কী কথা হল তাঁদের? ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে ১৭তম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। সেখানে গুজরাট টাইটান্স শিবিরে দেখা যাবে রবিন মিঞ্জকে। রাঁচি টেস্ট জয়ের পর ধোনির শহর ছাড়ার সময় বিমানবন্দরে শুভমন দেখা করেন রবিন মিঞ্জের বাবা ফ্রান্সিস জেভিয়ার মিঞ্জের সঙ্গে। তাঁদের কথোপকথনের ছবি-ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। শুভমন গিলকে টেস্ট সিরিজ জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান রবিন মিঞ্জের বাবা। একইসঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের আগামী আইপিএল মরসুমের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন রবিনের বাবা। তাঁর ছেলেকে গুজরাট আইপিএল নিলাম থেকে কেনার জন্যও ধন্যবাদ জানিয়েছেন রবিন মিঞ্জের বাবা ফ্রান্সিস জেভিয়ার মিঞ্জ। গুজরাট টাইটান্স তাদের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ সেই ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। পাশাপাশি গুজরাটের নতুন ক্যাপ্টেন শুভমন গিল নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে রবিন মিঞ্জের বাবার সঙ্গে ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'রবিন মিঞ্জের বাবার সঙ্গে দেখা করতে পেরে গর্বিত লাগছে। আপনার জার্নি ও কঠোর পরিশ্রম অনুপ্রেরণাদায়ক। আপনাকে আইপিএলে দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি।'

সালাহ-ডি ব্রুইনাকে ডাকছে সৌদির ফুটবল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত বছর গ্রীষ্মের দলবদল ইউরোপিয়ান শীর্ষ ক্লাবের খেলোয়াড়দের সৌদি আরব-যাত্রার হিড়িক পড়েছিল। যদিও যাত্রার শুরুটা হয়েছিল জানুয়ারিতে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে দিয়ে। এরপর গ্রীষ্মে একই পথে হাঁটেন করিম বেনজেমা, নেইমার, রবার্তো ফিরমিনোদের মতো তারকারাও। এবারও দলবদল সামনে রেখে প্রস্তুত হচ্ছে সৌদি ক্লাবগুলো। তাদের লক্ষ্য বেশ কজন শীর্ষ সারির খেলোয়াড়। আর এ তালিকায় শীর্ষ দুটি নাম মহম্মদ সালাহ এবং কেভিন ডি ব্রুইনার। সালাহকে নিয়ে সৌদি আরবের আগ্রহের খবর অবশ্য একেবারেই নতুন কিছু নয়। গত মরসুমেও তাঁকে ঘিরে সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদের আগ্রহের কথা শোনা গিয়েছিল। সে সময় খবরে আসে, বোনাস বাদে শুধু বেতন হিসেবে সালাহকে ৭ কোটি ৫৭ লাখ ইউরো দিতে চায় আল ইত্তিহাদ। যদিও অর্থের লোভে টলে যাননি সালাহ। থেকে যান লিভারপুলে। সে সময় না পেলেও আল ইত্তিহাদ অবশ্য দমে যায়নি। এরপরও বিভিন্ন

সময় মিসরীয় তারকার প্রতি ক্লাবটির আগ্রহের খবর সামনে আসে। তবে এ মরসুম শেষে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর সৌদি ক্লাবের সালাহকে পাওয়ার পথটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এর মধ্যে একাধিক ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ক্লপ লিভারপুল ছাড়ার পর সালাহ আর অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে থাকতে চান না। প্রাক্তন মিসরীয় তারকা মিডোর কথা সত্যি ধরলে এত 'যদি', 'কিন্তু'তে না গেলেও হয়। প্রাক্তন এই টটেনহাম তারকা বলেছেন, ''মহম্মদ সালাহ আগামী মরসুমে সৌদি লিগে খেলবেন। চুক্তি এরই মধ্যে স্বাক্ষর হয়ে গেছে।'' যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগেপর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। খানিকটা আকস্মিকভাবেই যেন কেভিন ডি ব্রুইনার নাম জড়িয়েছে সৌদি আরবের সঙ্গে। ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ডি ব্রুইনার নাম। সিটি প্লে-মেকারের প্রতিনিধিও এখনো এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। সিটির সঙ্গে ২০২৫ সালে চুক্তি শেষ হবে ডি ব্রুইনার। সিটি নাকি চায় তাঁর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি নবীকরন করতে। তবে চুক্তি নবীকরনে বড় বাধা হতে পারে সৌদি আরব। এর মধ্যে ডি ব্রুইনার সম্ভাব্য সৌদি-যাত্রা নিয়ে কথা বলেছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাও। ডি ব্রুইনা সৌদি আরব চলে যাবেন কি না জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেছেন, ''এই প্রশ্নটা তার জন্য। আমি চাইব সে থাকুক, কিন্তু আমি জানি না। সংযুক্তির কথা শুনেছি, কিন্তু আমি জানি না কোনও প্রস্তাব আছে কি না। আমি জানি না সৌদি আরব তাকে চাইছে কি না। আমি চাই ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত সে এখানে থাকুক।'' তবে শেষ পর্যন্ত ডি ব্রুইনাকে ছাড়তে হলে সিটি তাঁর জন্য ১৫ কোটি পাউন্ড চাইতে পারে বলেও জানা গেছে। জানা গেছে, সৌদি আরবে ডি ব্রুইনার সম্ভাব্য হতে পারে আল হিলাল। যেখানে তিনি জুটি গড়তে পারেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের সঙ্গে। তাঁকে নিতে আগ্রহী আল নাসর এবং আল ইত্তিহাদের মতো ক্লাবও। শেষ পর্যন্ত ডি ব্রুইনা যেখানেই যাক, তাঁর যাওয়াটাই হবে রোমাঞ্চকর এক খবর।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com